CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 26 March, 2020 ■ আগরতলা, ২৬ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ১২ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাগরণ মুদ্রণ সংস্করণ প্রকাশ সাময়িক স্থগিত চালু থাকবে ই-পেপার

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ চলছে। মঙ্গলবার মধ্যরাত হতে সারা দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার মঙ্গলবার রাত বারটা থেকে ২১ দিনের জন্য সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছে। লকডাউনের কারণে বিড়ম্বনার মধ্যে সংবাদপত্র শিল্পও। সংবাদপত্র করোনা ভাইরাস ছড়ায় না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অভিমত সত্বেও হকাররা সংবাদপত্র বিলি করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। এই অবস্থায়, সংবাদপত্রের কর্মীরাও ডিউটি করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে যান। তাই, একান্ত বাধ্য হয়ে এবং নিরুপায় অবস্থায় বৃহস্পতিবার (২৬-০৩-২০২০) থেকে মুদ্রণ বিভাগের কর্মীদের সাময়িককালের জন্য বাড়ীতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাই শুক্রবার (২৭-০৩-২০২০) থেকে সাময়িকভাবে 'জাগরণ' মুদ্রণ সংস্করণ প্রকাশ করা হবে না। তবে, 'জাগরণ' এর অনলাইন সংস্করণ (ই-পেপার) যথারীতি চালু থাকবে। বন্‌ধের মুহুর্তে মুদ্রণ সংস্করণ প্রকাশেও প্রয়াস থাকবে। সবটাই নির্ভর করছে কর্মীদের সাহায্য সহযোগিতার উপর।

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক জাগরণ ৬৬ বছর যাবৎ নানা দুর্যোগ মোকাবেলা করে প্রকাশনা চালু রেখেছে। আমরা আশা করি, পত্রিকা প্রকাশনার এই দুর্যোগ সহসাই কেটে যাবে। সাময়িক কালের জন্য পাঠকদের হাতে 'জাগরণ' মুদ্রণ সংস্করণ তুলে দিতে না পারার ব্যর্থতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমরা এটাও আশা করছি, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জাগরণ মুদ্রণ সংস্করণ সাময়িক স্থগিত রাখায় আমাদের পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতারা সহযোগিতার হাত আরও বেশী বাড়িয়ে দেবেন। -- পরিতোষ বিশ্বাস, সম্পাদক

লকডাউনে পুলিশের বাড়াবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ মার্চ।। রাজ্যে লকডাউনে পুলিশ সম্ভবত বাড়াবাড়িই করল। কারণ বহু নিরীহ মানুষ, এমনকি ফল বিক্রেতা থেকে শুরু করে ওষুধ ব্যবসায়ীও পুলিশের রক্তচক্ষুর শিকার হয়েছেন। চিকিৎসকদের দেয়া ব্যবস্থাপত্র হাতে নিয়েও মার খেয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। লকডাউনে পুলিশ কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে গিয়ে কার্য্যত রাজ্যবাসীকে আতঙ্কিত করল। করোনা আতঙ্কে জুবুথুবু গোটা রাজ্য, পুলিশের মারমুখী ভূমিকায় ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে, পরিস্থিতি মোকাবেলায় আরও নরম মনোভাব নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব।

আগরতলায় আজ সকাল থেকেই পুলিশ কঠোর মনোভাব নিয়ে রাস্তায় নামে। অপ্রয়োজনে কেউ বাড়ির বাইরে এসেছেন বুঝলেই লাঠি দিয়ে মারধর করেছে। বেশ কিছু স্থানে কিছু যুবককে কান ধরে ওঠবোস করানো হয়েছে। মহারাজগঞ্জ বাজারে পুলিশের মারমুখি আচরণে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। শুধু তা-ই নয়, বিশেষ প্রয়োজনে বাজারে কিংবা ওষুধের দোকানে যেতেও মানুষ ভয় পাচ্ছেন। কিছু কিছু স্থানে পুলিশ সাংবাদিকদেরও হয়রানি করেছে।

এ-বিষয়ে স্বাস্থ্যসচিব বলেন, পুলিশ কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাই, ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি রাজীব কুমারকে টাস্ক ফোর্সকে আরও নরম মনোভাব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। কারণ, মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গিয়ে কাউকে আতঙ্কিত করা ত্রিপুরা সরকারের উদ্দেশ্য নয়। স্বাস্থ্য সচিব বলেন, ত্রিপুরায় সমস্ত বাজার, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান, ওষুধের দোকান খোলা রাখার জন্য বলা হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে পুলিশ অযথা কঠোর হতে পারবে না। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামীকাল থেকে এমন পরিস্থিতি হবে না। শুধু তা-ই নয়, সংবাদ মাধ্যমের ওপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। পুলিশকে তা বুঝতে হবে।

আগামীকাল থেকে জনগণের সাথে কঠোরভাবে বলপ্রয়োগে লাগাম টানার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মূলত, বুধবার লকডাউনে আগরতলায় অনেক সাধারণ মানুষ পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন। এতে অনেকক্ষেত্রে নিরীহ মানুষও পুলিশের রোষের শিকার হয়েছেন। তাই টাস্ক ফোর্সকে সংযত আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব, জানান স্বাস্থ্যসচিব।

প্রধানমন্ত্রীর আবেদনকে উপেক্ষা করে রাস্তায় যারা বেরিয়েছিল তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করল উত্তর জেলার কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। লকডাউনের দিনে যত্রতত্র আড্ডা, দোকানপাট খুলে বসা , ঘর ছেড়ে বের হওয়ার ফল ভোগ করতে হলো অনেককেই। কদমতলা ব্লক এলাকায় সতর্ক পুলিশ। চুড়াইবাড়ি ও কদমতলা থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়। বলতে গেলে ২১ দিনের লগআউটের প্রথম দিনে মারমুখী ভঙ্গিমায় পুলিশ। ঘর ছেড়ে না বের হওয়ার আবেদন। ঘর ছেড়ে বের হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যার ফল স্বরূপ খেতে পারেন পুলিশের লাঠিচার্জ।

অপরদিকে রাজ্যের বিকল্প ২০৮ নং কুকিতল সাব্রুম ও কুকিতল তারকপুর সড়কটি সম্পূর্ণরূপে সিল করে দিয়েছে কদমতলা থানার পুলিশ। সিল করে দেওয়া হয়েছে চুড়াইবাড়ি থানাধীন ত্রিপুরা অসাম সংযোগী ছোট রাস্তা গুলি। একমাত্র ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দিয়ে পন্যবাহী লড়ি রাজ্যে প্রবেশ হচ্ছে।

লকডাউন চলাকালীন পুলিশ বেপরোয়াভাবে বাইক চালক ও ব্যবসায়ীদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। বুধবার তোলা নিজস্ব চিত্র।

সুরক্ষা কিট সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে

করোনায় একজনও রাজ্যে আক্রান্ত হননি জানালেন স্বাস্থ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে পর্যাপ্ত সুরক্ষা কিট সরবরাহ হয়নি। তবে, দুয়েক দিনের মধ্যে ওই ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা হচ্ছে। বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে অস্বাস্থ্য করেন স্বাস্থ্য সচিব ডা. দেবাশীষ বসু। তাঁর কথায়, স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য সুরক্ষা কীট অনেকটাই সরবরাহ করা হয়েছে। তবুও, কিছু ঘাটতি রয়েছে। তা মিতে যাবে। সাথে তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় এখনো পর্যন্ত একজনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পাওয়া যায়নি।

এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সেন্টারে কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে ৫০ জনকে। তাছাড়া বাড়িতে কোয়ারান্টাইনে রয়েছেন ৯৪৮ জন। তাঁদের প্রত্যেককে দিনে দুবার করে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের হাতে কোয়ারান্টাইন স্ট্যাম্পও লাগানো হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ সহজেই তাঁদের চিহ্নিত করতে পারবেন।

এদিকে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মণিপুরের চিকিৎসক-গবেষক যুবতীর সহ-বিমানযাত্রী ত্রিপুরার ১০ জনের আজ রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব বলেন, তাঁদের বাড়িতে কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে। সাথে চিকিৎসকরাও প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য কর্মীদের সুরক্ষা কিট সরবরাহে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। তার জন্য হেলিকপ্টার ভাড়া করা হয়েছে। কলকাতায় আটকে থাকা ওই সামগ্রীগুলি আনার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হবে।

এ-বিষয়ে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার বলেন, যতটা সম্ভব সুরক্ষা কিট সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে ১০০ শতাংশ সরবরাহ করা এখনও সম্ভব হয়নি। এদিকে, স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, সুলভ শৌচালয় এবং নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত বেসরকারি কর্মীদেরও মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

করোনার অস্তিত্ব এবার মিজো ব্যক্তির শরীরে

গুয়াহাটি, আইজল, ২৫ মার্চ (হি.স.)।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় 'কোভিড-১৯' সংক্রমিত রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে। অদৃশ্য ঘাতক করোনা ভাইরাসের অবস্থিতি ধরা পড়েছে মিজোরামের বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ জনৈক ব্যক্তির শরীরে। তাঁকে আইজলে অবস্থিত জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। এই খবর বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারিভাবে জানিয়েছেন মিজোরামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথাংলিয়ানা। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার মণিপুরের জনৈক ২৩ বছর বয়সি মেডিক্যাল-গবেষক যুবতীর শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছিল। তাঁকে ইমফলের দ্যা জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস)-এ আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। মিজোরামের ঘটনার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা দুইয়ে দাঁড়ালো।

আজ আইজলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথাংলিয়ানা জানান, পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তিটি গত ১৬ মার্চ হল্যান্ডের আমস্টারডাম থেকে রাজ্য এসেছেন। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর রক্ত ইত্যাদির দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। গতকাল রাতেই এই রিপোর্ট রাজ্যে পাঠিয়েছেন গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রায় মাসখানেক আগে স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের নিয়ে তিনি কাতার, দোহা, ইস্তানবুল এবং সব শেষে আমস্টারডাম হয়ে মিজোরামের স্বগৃহে এসেছেন। এখানে আসার পর শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে সপরিবারে গত ২২ মার্চ নিজেই চলে আসেন এখানকার জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

এখানে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল সেগুন বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। গোমতী জেলার উদয়পুরের পূর্ব কুঞ্জবন এলাকায় বুধবার দুপুর নাগাদ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটল। শিবু চৌধুরী এবং মিঠু চৌধুরীর মূল্যবান সেগুন বাগানের বেশ কিছু অংশ আগুনে পুড়ে যায়। স্থানীয় লোকজনরা আগুনের লেলিহান শিক্ষা দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সেগুন বাগানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানান বাগানের মালিক। এটি নাশকতামূলক অগ্নিকান্ড বলে দাবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-পেপার ঃ বাড়ীতে বসেই জাগরণ পড়ুন

জাগরণ মুদ্রণ সংস্করণ প্রকাশ সাময়িক বন্ধ থাকলেও পাঠকদের সুবিধার্থে জাগরণ এর (ই-পেপার) www.jagarandaily.com যথারীতি চালু থাকবে। অনলাইনে 'জাগরণ' পড়ুন।

করোনা আতঙ্কের মাঝেই নেশা ব্যপারীদের দৌরাত্ম্য, বিশালগড়ে কফ সিরাপসহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। গোটা দেশজুড়ে লকডাউন চলাকালে নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম্য থেমে নেই। বিশালগড় থানার পুলিশ বুধবার নেশাজাতীয় এসকফ সহ দুজনক গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। অপর একজনকে পুলিশ খুঁজছে।

লকডাউন চলাকালে কোন ধরনের বেআইনী কাজকর্ম বরদাস্ত করবে না পুলিশ। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে আরক্ষা প্রশাসন। পুলিশী কঠোর মনোভাবের মধ্যেও একাংশ নেশাকারবারী নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। বুধবার সকালে বিশালগড় এসডিএম অফিসের সামনে এক বাইক চালককে বাইক সহ আটক করে পুলিশ। তার নাম দীপ্তনু দেবনাথ। তার পকেট থেকে দুই বোতলড এসকফ নেশাজীয় সিরাপ উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে বিশালগড়ের কামথানা রোডে নরেশ সাহার মোদির দোকান থেকে সে এসকফ সংগ্রহ করেছে। পুলিশ যথারীতি নরেশ সাহার বাড়িতে হানা দেয়। খোঁজাখুঁজি করে তার দোকানে নেশা সামগ্রী পাওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ দেশে সংক্রমিত বেড়ে ৫৬২ 'যুদ্ধ' জয়ে লাগবে ২১ দিন ঃ প্রধানমন্ত্রী

চিকিৎসক ও নার্সদের উত্ত্যক্ত করলে কড়া পদক্ষেপ নেবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.)।। ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৩৬, বুধবার সকালে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬২-তে গিয়ে ঠেকেছে। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই সংখ্যা জানানোর পাশাপাশি এটাও জানিয়েছে যে, দিল্লিতে মঙ্গলবার যার মৃত্যু হয়েছিল, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়নি। অর্থাৎ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে বুধবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃতের সংখ্যা ৯। সুস্থ হয়েছেন ৪০ জন।

৯ জনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, বিহার, কর্ণাটক, গুজরাট, পঞ্জাব, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ এবং হিমাচল প্রদেশে একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও, তামিলনাড়ুতেও একজনের মৃত্যু হয়েছে।

সর্বাধিক আক্রান্ত কেরলে, দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ১০৯, তারপরই মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১০১। কর্ণাটকে সংক্রমিত ৪১ জন, তেলেঙ্গানায় ৩২ জন, দিল্লিতে ৩১ জন, হরিয়ানায় ২৮, পঞ্জাবে ২৯ জন, লাদাখে ১৩ জন, তামিলনাড়ুতে ১৮ জন, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ৯ জন করে সংক্রমিত, চন্ডীগড় এবং জম্মু-কাশ্মীরে ৭ জন করে সংক্রমিত, উত্তরাখণ্ডে ৪ জন সংক্রমিত, হিমাচল ও বিহারে ৩ জন করে সংক্রমিত, ওড়িশায় দু''জন আক্রান্ত এবং পুদুচেরি, মণিপুর এবং ছত্তিশগড়ে একজন করে আক্রান্ত।

করোনা মোকাবিলায় উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করে চলেছেন দেশের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। কিন্তু বিগত কয়েকনদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ আসছিল। আগামী দিনে এমন অভিযোগ এলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র বারাণসীর বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি বলেন, চিকিৎসক,নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের উত্ত্যক্ত এবং সহযোগিতা না করলে কঠোর ব্যাবস্থা নেবে কেন্দ্র. ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও ডিজিপি- কে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপশি নাগরিক সচেতনতার উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, চিকিৎসকদের কেউ অপমান করলে তার প্রতিবাদ করুন মনে রাখতে হাসপাতালে সাদা পোশাকে যারা কাজ করছে তারা ভগবান। এরা নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে আর্তের সেবা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে এইমসের রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে করোনা রোগীর চিকিৎসা করার জন্য বাড়ি মালিকেরা চিকিৎসকদের বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না এর পরেই প্রধানমন্ত্রী সকলকে আশ্বস্ত করে এই কথা বলেন।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে করোনা ভাইরাস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় সম্ভব বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীর বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, মহাভারতে যুদ্ধ জয়ের জন্য লেগেছিল ১৮ দিন। বর্তমানে গোটা দেশবাসী করোনার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে নেমেছে তা ২১ দিন ধরে চলবে। এই ২১ দিনের মধ্যেই যুদ্ধ জয় সম্ভব। করোনার ভয়াবহতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন , এই রোগ ধনী বা গরীব দেখে না। যোগব্যায়াম বা শরীরচর্চা করলেও এই রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। তাই সোশ্যাল ডিসটেন্স উপর ফের গুরুত্ব দেন। পাশাপশি গুজবে কান না দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্যের উপর আস্থা রাখতে বলেন তিনি। উল্লেখ করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১৬৫ ◻ ২৬ মার্চ ২০২০ ইং ◻ ১২ চৈত্র ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মানবতা যাতে লঙ্ঘিত না হয়

লকডাউন ঘোষণার পর দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ চরম বিপাকে পড়িয়াছেন। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশ জুড়িয়া একুশ দিনের লকডাউন যত অস্বস্তিই আনিয়া দিক না কেন তাহাকে মানিয়া নিতেই হইবে। দেশের স্বার্থে, গোটা পৃথিবীর স্বার্থে এই আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই ইতিহাস হইয়া থাকিবে। কিন্তু, এক্ষেত্রে যদি সমস্ত মানবিকতাকে বিসর্জন দেওয়া হয় তাহা হইবে চরম দুর্ভাগ্যের। লকডাইন থাকা সত্বেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেমন রোগীকে চিকিৎসার জন্য নিয়া যাওয়া সহ বিভিন্ন জরুরী ক্ষেত্রে রাস্তায় বাহির হওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষীদের মানবিকতা বর্জিত ভূমিকা কেউ অস্বীকার করিবে না। একথা ঠিক করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদির কারণে বিপন্ন হইতেছেন সাধারণ মানুষ। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে মঙ্গলবার বিকালের বিমানে বাংলাদেশের এক দম্পতি চেন্নাই হইতে আগরতলা আসেন। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ঠাকুরপাড়ায় তাহাদের বাড়ী। গত ৫ই মার্চ আখাউড়া চেকপোস্ট হইয়া তাহারা আগরতলা হইতে বিমানে চেন্নাই গিয়াছিলেন চিকিৎসার জন্য। এর মধ্যে করোনা প্রতিরোধে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলও বন্ধ হইয়া যায়। ফলে বিকালের বিমানে এই বাংলাদেশী দম্পতি চেন্নাই হইতে আগরতলা আসেন। আগরতলায় চলিতেছে লকডাউন। কোনও হোটেলে তাহারা স্থান পায় নাই। পুলিশের দ্বারস্থ হইয়াও বিফল হইয়াছেন এই দম্পতি। শেষ পর্যন্ত মেলারমঠে পুকুর পাড়ে আসিয়া খোলা আকাশের নীচেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পুকুর পাড়ে বসিয়া কুমিল্লার ইয়াকুব আলী জানাইয়াছেন তিনি লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত। চেন্নাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া এমন বিপদে পড়িবেন ভাবেন নাই। স্ত্রী সিরিয়া বেগম কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। পরে বিষয়টি কয়েকজন সাংবাদিক উর্ধতন মহলকে জানান। জানান বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনকে।

এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, আগরতলা কতখানি অমানবিক আচরণ দেখাইতে পারে। অথচ এই আগরতলার অতিথিদের বরণ করিবার রেকর্ড আছে। করোনা মোকাবিলায় নিশ্চয় অনেক ক্ষেত্রে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। তবু, সেখানে দেখিতে হইবে যে, এক্ষেত্রে মানবিকতা লঙ্ঘিত হয় কিনা। চেন্নাই হইতে লিভার ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী কোনও হোটেলে স্থান পাইল না। এক্ষেত্রে হোটেল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সাহায্য নিতে পারিতেন। করোনা আক্রান্ত রোগী সম্পর্কে নিশ্চয় সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। এই ক্ষেত্রে কোনও দ্বিমত নাই। কিন্তু, লিভারে ক্যান্সারের রোগী কোনও হোটেলে স্থান না পাওয়ার ঘটনা চরম দুর্ভাগ্যের। এই বাড়াবাড়ির পিছনে কি যুক্তি তাহা জানা যায় নাই। এইভাবে সাধারণ মানুষ যাহাতে অযথা হয়রানির মধ্যে না পড়ে সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। সারা ভারতবর্ষে অন্তত ২১ দিন সকল অংশের মানুষকে গৃহবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। এত বড় বিপর্য্যয় স্মরণকালের মধ্যে পৃথিবীতে আসে নাই। এই বিপর্য্যয় মোকাবেলায় সকল অংশের মানুষের সতর্ক সহযোগিতা কাম্য। আর্ত মানুষের সেবার পাশাপাশি যদি দুর্যোগ মোকাবেলায় সকল অংশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে চরম বিপদ হইতে বিশ্ব বাঁচিয়া যাইবে।

করনা মোকাবিলায় ভিড় এড়াতে সোশ্যাল ডিসটেন্স কঠোর হাতে বজায় রাখছে কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ঘুম ওড়ার জোগাড় দেশ থেকে শহরবাসীর।আর তাই সারা দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। কোন সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সকলকে থাকতে বলা হচ্ছে ঘরে। কিন্তু তবুও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বেরোতে হচ্ছে রাস্তায়। তবে সেক্ষেত্রে কঠোর কলকাতা পুলিশ। বিভিন্ন দোকানের সামনে দিয়ে গোল গোল দাগ করে সোশ্যাল ডিসটেন্স বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন কলকাতা পুলিশ। লেক মার্কেট থেকে বেলেঘাটা সর্বত্র একই চিত্র। করোনা সংক্রমণ এড়াতে তৎপর কলকাতা পুলিশ। লকডাউন সঠিকভাবে পালন করতে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ।শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার ক্ষেত্রে রাস্তায় বেরোনো অনুমতি মিলছে শহরবাসীর।তবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকানের বাইরে অজস্র মানুষের ভিড়। কিন্তু বারবারই বলা হচ্ছে একজন মানুষের থেকে আরেকজন মানুষের মধ্যে কমপক্ষে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখার। কিন্তু অনেক সময় উত্তেজনার বশে সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে শহরবাসী। তবে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় রাখতে বলছে কলকাতা পুলিশ।লেক মার্কেট দোকানের বাইরে লম্বা লাইনে থেকে মানুষকে সরিয়ে ১,২,৩,৪ করে গোল গোল করে সেখানে দাঁড়াতে বলছেন পুলিশ। শুধু লেক মার্কেট নয় একই চিত্র লক্ষ্য করা গেল বালিগঞ্জ এক শপিংমলের সামনের দোকানে ও। একই চিত্র বেলেঘাটা ওষুধের দোকানের বাইরেও। যে সময় যে পৌঁছবে সেই নম্বর অনুযায়ী গণ্ডির মধ্যে দাঁড়াতে হবে এমনটাই কড়া বার্তা মানুষকে দিচ্ছেন কলকাতা পুলিশ।

রিপোর্ট নেগেটিভ করোনায় মৃতের মা ও সহকর্মীর

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : দমদমে করোনায় আক্রান্ত মৃত প্রৌঢ়ের সহকর্মীর দেহে মেলেনি করোনা সংক্রমণ। বুধবার এমনটাই জানালো বাঙ্গুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সংক্রমণ মেলেনি মৃতের মা স্ত্রী এবং শাশুড়ির শরীরেও। এদিন ওই সহকর্মী এবং মৃতের স্ত্রী ও মাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে হাসপাতালের তরফে।

দমদমে আক্রান্ত প্রৌঢ়ের কোনো ভ্রমণ ইতিহাস না থাকলেও পরে জানা যায় তারা বিলাসপুর থেকে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন। চিকিৎসকদের সন্দেহ ট্রেনে আসার সময়ই সংক্রমিত হয়েছেন। এর পরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে সল্টলেকের আমরিতে ভর্তি হন ওই ব্যক্তি। তাঁর চিকিৎসা শুরুর পরই বাঙুর হাসপাতালে আইসোলেশনে রাখা হয় আক্রান্তের স্ত্রী, মা, শাশুড়ি, পরিচারিকা ও এক আত্মীয়াকে। সকলেরই নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। প্রথমেই পরিচারিকা ও আত্মীয়ার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।

এই আবহেই মারা যান ওই প্রৌঢ়। এরপর করোনার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় ওই প্রৌঢ়ের সহকর্মীর শরীরে। চিকিৎসকদের গভীর সন্দেহ হয় সেই সহকর্মী হয়তো করণায় আক্রান্ত। এরপর ওই সহকর্মীকে শ্বাসকষ্টের চিকিৎসার জন্য বাঙ্গুর হাসপাতালের আইসোলেশন রাখা হয়। বুধবার সেই রিপোর্ট হাতে পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানালেন তার করোনা সংক্রমণ হয়নি। ওদিকে মঙ্গলবার মৃতের স্ত্রী ও শাশুড়ির রিপোর্ট নেগেটিভ এলেও মৃতের মায়ের রিপোর্ট হাতে পায়নি চিকিৎসকরা। বুধবার সেই রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। স্বাভাবিকভাবেই আপাতত নিশ্চিন্ত ওই পরিবার। বুধবার তাদের সকলকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

এমআরবাঙ্গুর হাসপাতাবে তৈরি আইসোলেশন ওয়ার্ড

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ঘর বন্দী শহরবাসী। কলকাতায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কলকাতায় করোনা মৃত্যু হয়েছে একজনের। তাই কোন রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন। আর এবার এম আর বঙ্গুর হাসপাতালেও তৈরি আইসোলেশন ওয়ার্ড।সেই হাসপাতাল জীবাণুমুক্ত করল কলকাতা পুরসভা। করোনা আক্রান্তদের জন্য এমআরবাঙ্গুর হাসপাতালে ১৫০ বেডের আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত এম আর বাঙুর হাসপাতালকে জীবাণুমুক্ত করার কাজে নামল কলকাতা পুরসভা। এবার করোনা আক্রান্তদের জন্য প্রস্তুত এমআরবাঙ্গুর হাসপাতালও।আর তাই হাসপাতালের ভিতরে ও বাইরে জীবাণুনাশক স্প্রে করল কলকাতা পুরসভা। বিশেষ পোশাক পরে সেখানে যান পুরসভার কর্মীরা।

করোনা আতঙ্কে বিশ্বভারতী ছাড়ছেন বাংলাদেশি পড়ুয়ারা

খায়রু আনাম

করোনা ভাইরাস আতঙ্ক তখন একটু একটু করে থাবা গাড়ছে। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস তখন এতখানি আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। সেই সময়ই শেষ মুহূর্তে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী বসন্তোৎসব বন্ধ করে দেওয়ায় তা নিয়ে নানামহলে নানান প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। যা নিয়ে রীতিমতো হৈচৈও হয়। এবার সেই আতঙ্ক গ্রাস করেছে সমগ্র বিশ্বকে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন বন্ধ করে দিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাতে জানিয়ে দিয়েছিল যে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের দেশে ফেরার সমস্যা থাকায় তাদের হস্টেলে থাকার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরফলে হস্টেল খালি করে এদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীরা চলে গেলেও, বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা রয়ে গিয়েছে।

এরা যাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে সেজন্য কয়েকটি হস্টেলের ছাত্রছাত্রীকে একত্রিত করে ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তবে তাদরে রান্না হচ্ছে একত্রে। জানা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীর ন'টি হস্টেলের মধ্যে ছ'টিই ফাঁকা হয়ে যায় এর ফলে।

এদিকে বাংলাদেশের যেসব ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই এবার দেশে ফেরার জন্য আবেদন জানাতে শুরু করেছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছ। তারা জানিয়েছেন, প্রথমে তাদের বলা হয়েছিল, ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। এখন সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে। তাই এই দীর্ঘ সময় তারা বন্দিদশায় থাকবে কীভাবে? তাদের হস্টলের ঘর থেকে বেরোবার অনুমতি নেই দু'বেলা যেটুকু খাবার আসছে, তাই-ই খেতে হচ্ছে।

বাইরে থাকা খাবার কিনে খাবার কোনও সুযোগ তাদের হাতে নেই। এভাবে তাদের পক্ষে আর বন্দিদশায় থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই তারা জানতে পেরেছে যে, বাংলাদেশে যাওয়ার সীমান্তের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। বনগাঁ গিয়ে পেট্রোলোল-বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার কোনও বাধা নেই।

তাই তারা বেনাপোল সীমান্ত পেরিয়েই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিমানে যে সব বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের যেতে হবে তাদের অবশ্যই খোনেই থেকে যেতে হচ্ছে। এদিকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত আম্রপালি ছাত্রীনিবাসে ২০ জন বাংলাদেশের ছাত্রী ও ৬ জন এদেশেরই ভিন রাজ্যের ছাত্র রয়েছে।

আনন্দসদন ছাত্রীনিবাসে রয়েছে ৬ জন ছাত্রী। তাদের রান্না একইসঙ্গে হচ্ছে। এবং সেখান থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

এই পস্থিতিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে যে বিদেশি আবাসিক পড়ুয়াদের বাড়ি ফেরার অনুমতির জন্য ফরেন স্টুডেন্টস লেসকে একটি লিখিত অঙ্গীকার পত্র দিয়ে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে, সেই পড়ুয়া স্বেচ্ছায় বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন, যাত্রাপথে কোন সমস্যা হলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে দায়ী থাকবে না, কোনও কারণও সে নিজের দেশে ফিরতে না পারলে, বিশ্বভারতীতে পঠন-পাঠন শুরু হওয়ার আগে সে বিশ্বভারতীর হস্টেলে পিরতে পারবে না, ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ এপ্রিলের আগে তিনি ভারতবর্ষে ফিরতে পারবেন না। বিশ্বভারতীর স্টুডেন্টস সেলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, তারা এই মুহূর্তে তারা বাড়ি থেকে ছুটির জন্য অনুমতিপত্র জোগাড় করে আনতে পারছেন না। কিন্তু প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর নিরাপদে দেশে ফেরাটা সুনিশ্চত করতে তারা লিখিত অঙ্গীকারপত্র নিয়ে তাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তবে, কোনও ছাত্রছাত্রী যদি এই পরিস্থিতিতে কোনও কারণে পরীক্ষার আগে ফিরতে না পারেন তাহলে তাদের ব্যাপারে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।! (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অপারেশন মরিচঝাঁপির রহস্য

প্রদীপ রাজ

১৯৭৮-৭৯-এর সুন্দরবনের মরিচঝাঁপির কথা বলা হচ্ছে। নিজেদের শ্রমে, প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ও কিছু দরিদ্র মানুষের সাহায্যে দণ্ডকারণ্য থেকে আসা উদ্বাস্তুরা জনহীন দ্বীপে যে জনপদ গড়ে তোলেন, সেখান থেকে তাদের কী বলে-বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার, নাকি জোর করে উঠিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল? সরকার তথা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের দাবি, বলে বুঝিয়ে তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, বলপ্রয়োগ করা হয়নি। বলতে গেলে উদ্বাস্তুরা একরম স্বেচ্ছায় চলে গেছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এই দ্বীরে বাস করা যায় না। যাঁরা উদ্বাস্তুদেরভুল বুঝিয়ে এই দ্বীরে এনেছিল, সরকার একটু কড়া হাতেই সেই নেতারা কেটে পড়েন। সরকারের এই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান মরিচঝাঁপির ভুক্তভোগীদের। তাঁদের অভিযোগ, ভয়ানক অত্যাচার করে নৃশংসভাবে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করা হয়েছে। কয়েকশো মানুষেক মেরে ফেলা হয়েছে এবং আরও বহুশত মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এরকম বর্বরতার নজির পৃথিবীতে বেশি নেই।

বাম সরকারের পতনের পর রাজ্যের একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মরিচঝাঁপির প্রশ্নটা অনস্বীকার্য কিছুটা তীব্রতা পেয়েছে।

মরিচঝাঁরির অন্যতম ভুক্তভোগী রাধিকা রঞ্জন বিশ্বাসের লেখা থেকে জানা যায়—২২ মার্চ ১৯৭৯ -এর করালখালি নদীর পাড়ের একটি দৃশ্য। সেই সময়ের জনতা দলের তিন সামসদ প্রসন্নভাই মেহতা, মঙ্গলদেও বিশারদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে এসেছেন মরিচঝাঁপির পরিস্থিতি দেখতে। করালখালি নদীতে ভাটায় জল নেমে গেছে। লঞ্চ তাই পানের কাছে ভিড়তে পারেনি। যেখানে লঞ্চ ভিড়ল, সেখান থেকে নেমে কাদা মাড়িয়ে সহগীসাথী সহ বেশ খানিকটা হেঁটে পাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন সংসদীয় প্রতিনিধি দল। মাঝপথে গিয়ে ঘাসের ভিতরে কাদার ওপর ৫-৬ টি উলঙ্গ শিশুর মৃতদেহ দেখে থমকে দাঁড়ালেন তাঁরা। জিজ্ঞাসু চোখে পাশেরলোকজনের দিকে তাকালেন প্রসন্নভাই মেহতা। থাঁকে জানানো হল যে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মরিচঝাঁপির যে শিশুরা মারা গেছে, এই দেহগুলি তাদেরই কয়েকটি। রাধিকা বাবু লিখেছেন, স্পষ্ট দেখলাম প্রসন্নভাই মেহতার চোখে জল। এভাবে শয়ে শয়ে শিশু মরেছিল মরিচঝাঁপিতে। যার হিসাব কোনও দিন পাওয়া যায়নি, যাবেও না। দেশ গড়তে এসে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া গরিব কৃষিজীবী বাঙালিদের হিসেব পাওয়া যে অসম্ভব সে কথা বলেছিলেন অশোক চৌধুরীও। সাবেক ২৪ পরগনার দক্ষিণ বাগে আর এস পি-র সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মরিঝাঁপি দ্বীপে উদ্বাস্তুদের 'নেতাজি নগর' নির্মাণ এবং তাদের স্বপ্ন জ্বালিয়ে দেওয়া কাছ থেকে দেখেছিলেন অশোকবাবু। বাম সরকারের 'অপারেশান মরিচঝাঁপি' শেষ হওয়ার একদিন পর ১৮-ই মে ১৯৭৯ মুমিরমারির পাড় থেকে লঞ্চে উঠেছিলেন তিনি করালখালি-হিঙ্গলগঞ্জ থেকে দু'হাজার ক্যাডার ঢুকিয়েছে সি পি এম মরিচঝাঁপিতে। এরাই আগুন লাগায়। লঞ্চের সাংরে বলল, আর যাওয়া যাবে না সামনে। কুমিরের ঝাঁক এসেছে। বডি খেতে। বডি নিয়ে ঝাপটা ঝাবটি করছে। মরিঝাঁপির বডি।

প্রকৃত সত্য ঘটনা জানতে মরিচঝাঁপি নিয়ে গণশুনানির প্রস্তাব দিয়েছিলেন নির্মলকান্তি ঢালি। 'নেতাজি নগর বিদ্যাপীঠ'-এর প্রধান শিক্ষক। যাঁর চোখের সামনে উদ্বাস্তুদের হাতে তৈরি বাঁশ-পাতা-গোলপাতার বানানো স্কুলের ঘরগুলিকে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল। নির্মলকান্তিবাবু গণশুনানির প্রস্তাব দিয়ে বলেন, কুমিরমারি, সাতজেলিয়া, মোল্লাখালি ইত্যাদি দ্বীপে সেদিনের কিছু মানুষজন এখনও আছেন। তাঁদের ডাকা হোক। তাঁদের কথা শোনা হোক। তাদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলুন। ভয়-ডরের মুখে নয়, নিরাপদে তাঁদের বলতে দেয়া হোক। তাহলেই বেরিয়ে আসবে মরিচঝাঁপিতে সেদিন কী হয়েছিল। সরকার শেষকথা বলে না। পুলিশ শেষ কথা বলে না। শেষ কথা বলে মানুষ । মরিচঝাঁপির আর এক ভুক্তভোগী রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস বলেন, উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে সাক্ষীদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে গণশুনানির ব্যবস্থা করা হোক।

নির্মল কান্তি ঢালি একন থাকেন মালকানগিরিতে। দণ্ডকে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি এবং রাধিকারঞ্জন দুজনেই প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ। তাঁদের কণ্ঠস্বর কোথাও পৌঁছায় না।

চাপে পড়ে তবু একটা গণশুনানি হয়ে গেল। অন্যরকম গণশুনানি। নির্মলকান্তি ঢালি বললেন, রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস বললেন। আর এস পি-র প্রাক্তন বিধায়ক ও বিশষ্ট নেতা অশোক চৌধুরী বললেন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ কুমিরমারি পারে পুলিশের গুলি খেয়ে এক পা খোয়ানো সন্তোষ সরকার বলেন, বললেন ওই ৩১ জানুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে নিহত আদিবাসী রমণী মেনি মুন্ডার বড়ো ছেলে বলরাম মুন্ডা। আর ও অনেকে বলেছেন। যেমন---সেদিনের টাইগার প্রজেক্টের লঞ্চ 'সগাল'-এর সারেং বাদল সরকার, বনদফতরের কর্মী সুজিত গাঙ্গুলি,স মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া বৃদ্ধা রাইমণি মিস্ত্রি, কুমিরমারির বৃদ্ধা আমেনা মন্ডল, সাতজেলিয়ার ফেরিওয়ালা শেখ মনিরুদ্দিন তরফদার, লাহিড়িপুর অঞ্চলের বিষ্ণুপদ বর্মন, এস সি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গোকুলানন্দ সরকার, কুমিরমারির আশুতোষ মালি, পঞ্চান মণ্ডল সহ আর্য অনেকে।

কী পাওয়া গেল এই শুনানি থেকে? শিউরে ওঠার মতো অনেক তথ্যয যেমন—

১) দণ্ডকারণ্যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের যে নির্বাসনই হয়েছিল, তা বিশদে বলেছেন নির্মলকান্তি এবং আরও অনেকে। ব্যাপক হারে মৃত্যুর শুরু সেখান থেকেই। থাকার ব্যবস্তা নেই, জল নেই, খাবার নেই। থাকার যা বা ব্যবস্থা হল খেতে হয় অখাদ্য, কুখাদ্য,চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। মৃতের পাহাড় জমে ওঠে। কাঠ আর কেরোসিন দিয়ে পোড়ানোর চেষ্টা হয়। অর্ধদগ্ধ দেহ নিয়ে টানাটানি করে শেয়াল-কুকুর। ড়ে আসে শকুনের পাল। দুর্গন্ধ ছড়ায় তিনি মালকানগিরিতে দুটো জনসভায় হাজির ছিলেন। নিজেরা উদ্বাস্তুদের বাংলায় ডেকে এনে 'প্রতিক্রিয়াশীল' শক্তির ঘাড়ে বাম-বিরোধী ষড়যন্ত্রের দায় চাপিয়েছিলেন সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ অন্য নেতারা। বাম-বিরোধী ষড়যন্ত্রে জুজুটা সেই সময় তেকেই দেখানো হচ্ছে।

মরিচঝাঁপি থেকে উচ্ছেদ করতে সরকার যখন অমানবিক ব্যবস্থা লি, রাম চ্যাটার্জী ও অশোক ঘোষ 'স্পিকটি নট' । কুমিরমারির বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাম চাটার্জী। কয়েকশো মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে এবং আরও বহুশত মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে এ কী ধরনের সাহায্য? কেন তিনি দ্বীপ অবরোদের বিরুদ্ধে কথা বলেননি? কেন পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর প্রতিবাদ করেননি? কেন অসহায় সাক্ষী। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা যাই বলুন না কেন, সত্যটা আর চাপা ছিল না। বরং উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে বন ধ্বংস কাঠ পাচারের অভিযোগ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মরিচঝাঁপির হতভাগ্য অধিবাসীদের একাদা প্রতিকবেশীরা। চোরাচালান যদি কেউ করে থাকে, সেটা ওখানকার ফড়ে বা দালালরা করেছে।

মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য করার পর কি সুন্দরবনে গাছ কাটা বন্ধ করা গেছে? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। গাছ কাটা বন্ধ করা যায়নি। অন্যান্য বাসিন্দার সঙ্গে মরিচঝাঁপির সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল। জানা গেছে, অন্যান্য দ্বীপের বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে। পুলিশ যে মরিচঝাঁপির লোকদের সঙ্গে নৃশ্যস ব্যবহার করেছে, ক্যাডারবাহিনীর সাহয্যে, একথা খোলখুলি বলেছেন অনেকেই। পুলিশ প্ররোচনা দিত। গুলি চালিয়ে উদ্বাস্তুদের উত্তেজিত করত।

আরও বীভৎস অভিযোগ শোনা গেছে। বক্তারা বলেছেন 'বাস্তব'। যেমন আশুতোষ মালি বলেছেন, ৩০-৪০ টাকা রোজ দিয়ে অভাবী যুবকদের মরিচঝাঁপিতে পাঠাত পুলিশ । তারা উদ্বাস্তুদের ঘরেরচালা কেটে দিত। গর্ত খুঁড়ে পুলিশের গুলিতে নিহতদের মৃতদেহ সেই গর্তে চাপা দিত। পুলিশের লঞ্চের ধাক্কা মেরে উদ্বাস্তুদের মাথায় লগি মেরে আহত বা হত্যা করা হয়েছে। আশুতোষ মালি আরও বলেন, একশরও বেশী নৌকা এভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। বহু মানুষ মারা যায় সে সময়। রায়মঙ্গল, জিলা নদীতে বহু মানুষের পচাগলা দেহ উজান সুজান বইত। হাসনাবাদ সিন্ডিকেটের 'অর্ণব' লঞ্চের সারেং নন্দ জানা নৌকা ডুবিয়ে উদ্বাস্তুদের মাথায় লগির বাড়ি মারার জন্য এক হাজার টাকা পেয়েছিল। নন্দর মতো আরও কত নন্দ এখন নামাখানায় থাকে। হাসনাবাদের সিন্ডিকেটের ২৭ খানা লঞ্চ শুধু মরা মানুষ সমুদ্রে ফেলার কাজে নিযুক্ত ছিল।

আরও আছে, বাগানা ফরেস্ট অফিসে পুলিশ ক্যাম্পে বসে অফিসারেরা মদ খেত আর অধস্তনদের হুকুম দিত, যা কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে আয়। হুকুম পেয়ে সাধারণ পুলিশ কর্মীরা লঞ্চে টহল দিতে দিতে গুলি ছুঁড়ে ফুর্তি করত। অশোকে চৌধুরী বলেছেন মাঝারি অফিসারদের কীর্তিকলাপ পুলিশ সুপার জানতেও পারতেন না। উদ্বাস্তু মেয়েদের পাকড়াও করে এই বাগান ক্যাম্পে ধর্ষণ করা হত বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

৪) মরিচঝাঁপিতে আগুন লাগিয়েছিল কারা? সি পি এম-এর ক্যাডার দুষ্কৃতিবাহিনী। সেদিন বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। আজ বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাতেখড়িটা হয় মরিচঝাঁপিতেই।

নবোত্থান

মিজোরামে করোনা আক্রান্তের সহ-বিমানযাত্রীদের শিলচরে চারটি আবাসন কোয়রান্টাইনে নিয়েছে প্রশাসন

শিলচর (অসম), ২৫ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচরের চারটি আবাসনকে (অ্যাপার্টমেন্ট) পুরো কোয়রান্টাইন করেছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। বরাক উপত্যকায় এই প্রথম এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৭ এপ্রিল পর্যন্ত অ্যাপার্টমেন্টগুলি বন্ধ থাকবে। ২৪ ঘণ্টা এই অ্যাপার্টমেন্টগুলির পাহারায় থাকবে পুলিশ।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এনএন দত্ত রোড, অম্বিকাপট্টি, জানিগঞ্জ ও প্রেমতলায় অবস্থিত চারটি আবাসনের প্রত্যেককে আগামী ৭ এপ্রিল পর্যন্ত ঘরবন্দি থাকতে বলা হয়েছে। এক এনএন দত্ত রোডের আবাসনে মোট ১২টি পরিবার রয়েছে। মিজোরামে বুধবার যে যাজক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও এই আবাসনের দুই ব্যক্তি একই বিমানে গুয়াহাটি থেকে আইজলে গিয়েছিলেন। দুজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক পরীক্ষা হবে।এর পর প্রয়োজনীয় স্যাম্পল গুয়াহাটি ও পুণেতে পাঠানো হবে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সুমন চৌধুরী জানিয়েছেন, যেহেতু কাছাড় জেলা-ঘেঁষা মিজোরামে প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্তের ঘটনা ধরা পড়েছে। তাই এই দুই ব্যক্তি সন্দেহের আবর্তে রয়েছেন। তাঁদের ট্রাভেল হিস্ট্রির ওপর ভিত্তি করে বুধবার সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট সিল করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। শিলচরের মোট পাঁচ জন গত ১৬ মার্চ এই বিমানে গুয়াহাটি থেকে আইজলে গিয়েছিলেন। বাকি তিন জনের বাড়ি অন্যত্র। তাঁদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। যে ট্র্যাভেলর গাড়িতে হয়ে শিলচর এসেছিলেন তাঁরা, তার চালককেও পরীক্ষা করে কোয়রান্টাইনে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে, জানান সুমন চৌধুরী।

এদিকে কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা জানান, মিজোরামের করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যাঁরা বিমান সফর করেছিলেন তাদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন সচেষ্ট রয়েছে তাই এ থেকে সাধারণ মানুষের চিন্তার কোনও কারণ নেই। মেডিক্যাল রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

স্বাস্থ্য বিভাগের এক সূত্রে জানা গেছে, এই দুই ব্যক্তি আইজল থেকে শিলচরে ফেরার পর আরও দুটি জায়গায় গিয়েছেন। সেই দুই বাড়ির সদস্যদের ওপর স্বাস্থ্যকর্মীরা নজর রাখছেন। কোনও কিছু সন্দেহজনক মনে করা হলে সেই বাড়িগুলোকেও সিল করা হবে। সব মিলে জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ করোনা নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না, স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সেফটি সার্কেল করে সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় রাখতে তৎপর প্রশাসন

সিউড়ি, ২৫ মার্চ (হি. স.): সিউড়ি লকডাউন পরিস্থিতিতে ভিড় জমছে সবজির দোকানে।. ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সোশ্যাল ডিসটেন্স বজায় থাকছে না। এবার সোশ্যাল ডিসটেন্স বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ বীরভূম জেলা পুলিশের। খাদ্য সামগ্রীর বিভিন্ন দোকানে সেফটি সার্কেল করে দেওয়া হল।.

জেলাজুড়ে বুধবার পুলিশের পক্ষ থেকে এই কাজ করা হয়।

অন্যদিকে খাদ্য সামগ্রীর কালোবাজারি রুখতে জেলা প্রশাসনের হানা নিয়মিত চলছে।

বীরভূম জেলা পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন জেলাজুড়ে সিউড়ি, বোলপুর এবং রামপুরহাট মহকুমা নটকোন, সবজি, রান্নার গ্যাস ও ওষুধের দোকানে সেফটি সার্কেল করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে লকডাউন ঘোষণা হতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী মজুদ করার প্রবণতা শুরু হয়েছে।

ফলে নটকোন ও সবজির দোকানে ক্রেতাদের প্রচুর ভিড় জমছে। এবার সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স বজায় রাখতে সেফটি সার্কেল করার উদ্যোগ করা হয়েছে।

বীরভূম অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন শুভাশিস বেইজ এদিন সিউড়ি শহরের হাটজন বাজার এলাকায় খাদ্যসামগ্রীর দোকানে গিয়ে নজরদারি চালান।

কালোবাজার রুখতে রামপুরহাট মহকুমা শাসক শ্বেতা আগারওয়াল এদিন রামপুরহাট শহরের বিভিন্ন দোকান ও বাজার ঘুরে দেখেন।. ভিড় না করে এবং নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করার আহ্বান জানান তিনি। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৩২ জন আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন।

মঙ্গলবার বীরভূম জেলায় আইসোলেশন থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৭ জন বুধবার সেটি বেড়ে ৩৮ হয়েছে।. যদিও তারা কেউ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নন।. সর্দি এবং জ্বর নিয়ে ভর্তি আছেন।. জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে লকডাউন পরিস্থিতি না মানার জন্য গত মঙ্গলবার জেলাজুড়ে ২২ জনকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সেই সংখ্যা টা শুন্যতে নেমে আসে।

করোনা-আতঙ্কের মধ্যেই বেলেঘাটা আইডি-তে অশান্তি

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.)। করোনা-আতঙ্কের মধ্যেই এই রোগের প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্রে অশান্তি দেখা দিল। বুধবার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের এই ঘটনায় রীতিমত অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য প্রশাসন।

রাজ্যের মধ্যে বেলেঘাটা আইডি অর্থাৎ ইনফেকশাস ডিজিসেস হাসপাতালের সুনাম রয়েছে তার সুচিকিৎসা ব্যবস্থা ও অজানা রোগের উপসর্গের জন্য। এই হাসপাতালেই আছেন রাজ্যের করোনা আক্রান্তরা। অভিযোগ, সেখানে কর্মরত নার্সরা রয়েছেন চরম বিপদজনক অবস্থায়। মাস্ক নেই , নেই স্যানিটাইজার। ক্যান্টিনে নেই খাবার, গোটা হাসপাতালে নেই খাবার জল। তাই সব কাজ বন্ধ করে হাসপাতালের সুপারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করলেন তাঁরা।

পাশাপাশি এদিন বিক্ষোভে সামিল হন হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মীরাও। তাঁরা জানিয়েছেন, ‘সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বেলেঘাটা আইডিতে কাজ করছি বলে। আমাদের পরিচয় জানার পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে। হাসপাতালেও আরও নানান অসুবিধা আছে।“

সামগ্রিকভাবে এ সবের জন্য সেখানকার পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভকারীদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

লকডাউনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হাফলঙে, নিষ্ক্রিয় পুলিশ

হাফলং (অসম), ২৫ মার্চ (হি.স.) : কোভিড-১৯ ছড়িয়েছে ভারত-সহ গোটা বিশ্বে। ভারতে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে গোটা দেশে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জনস্বার্থে জারিকৃত লকডাউনের ঘোষণা কানে তোলার প্রয়োজন বোধ করছেন না অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও জেলার কতিপয় মানুষ। অসমের রাজধানী গুয়াহাটি ছাড়াও অন্য জেলায় রাস্তায় যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁদের পুলিশের লাঠির ঘা খেতে হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র ডিমা হাসাওয়ের জেলা সদর হাফলঙে। এ ক্ষেত্রে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতিকে দায়ী করা হচ্ছে।

তবে ডিমা হাসাও এবং হোজাই জেলা সীমান্তবর্তী মান্দারডিসায় পুলিশ চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। চেকপোস্টে অন্য জেলা থেকে আগত নানা ধরনের গাড়ি আটক করে চিকিৎসক ও প্যারা মেডিক্যাল কর্মীরা যাত্রীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জেলায় প্রবেশ করতে দিচ্ছেন। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার নির্দেশে স্বাস্থ্য বিভাগ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এদিকে ভারতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে এবং এর ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মঙ্গলবার মধ্য রাত থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সমগ্র দেশে সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করেছেন। মঙ্গলবার রাতে জনতার উদ্দেশ্যে

ছয়ের পাতায়

করোনাভাইরাস মোকাবেলাও একটা যুদ্ধ এ যুদ্ধেও আমরা জয়ী হব : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২৫।। দেশে নভেল করোনাভাইরাসের মহামারী ঠেকাতে সরকারের প্রচেষ্টায় আস্থা রেখে, আতঙ্কিত না হয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসরণ করে সুরিত থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বুধবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতিকেও যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস মোকাবেলাও একটা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আপনার দায়িত্ব ঘরে থাকা। আমরা সকলের প্রচেষ্টায় এ যুদ্ধে জয়ী হব। বৈশ্বিক মহামারী রূপ পাওয়া কভিড-১৯ রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশ লকডাউন ঘোষণার পর বাংলাদেশও এক থেকে অন্যের মধ্যে সংক্রমণ এড়াতে গণপরিবহণ বন্ধ করেছে, ফলে দেশ হয়ে পড়েছে কার্যত অবরুদ্ধ। এটাই ভাইরাসের বিস্তার রোধে কার্যকর পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন,যতদূর সম্ভব ঘরে থাকবেন। অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না। মুসলমান ভাইয়েরা ঘরেই নামাজ আদায় করুন এবং অন্যান্য ধর্মের ভাইবোনদেরও ঘরে বসে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।দেশে মহামারী ঠেকাতে সরকারের নেওয়া নানা পদপে তুলে ধরার পাশাপাশি এই সঙ্কটের সুযোগগ্রহণকারী এবং গুজব রটনাকারীদের হুঁশিয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী।পাশাপাশি বিপর্যস্ত গরিব মানুষের জন্য নানা কর্মসূচি নেওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি খাতের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের ঘোষণাও দেন।মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলার আহ্বানও জানান সরকার প্রধান।

তিন মাস আগে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া নভেল করোনাভাইরাস সারাবিশ্বে মহামারী রূপ নিয়ে বাংলাদেশেও সংক্রমিত হওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন জাতির সামনে ভাষণ নিয়ে আসেন শেখ হাসিনা।কভিড-১৯ রোগে ইতোমধ্যে বিশ্বে ১৯ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লাখ ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশে মারা গেছেন পাঁচজন, আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯।

করোনাভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার ঠেকাতে জনসমাগমে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; এবার স্বাধীনতা দিবসের প্রায় সব অনুষ্ঠানই বাদ দেওয়া হয়েছে।ভাষণের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেন,এবারের স্বাধীনতা দিবস এক ভিন্ন প্রোপটে উদযাপিত হচ্ছে। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গোটা বিশ্ব এখন বিপর্যস্ত।ধনী বা দরিদ্র, উন্নত বা উন্নয়নশীল, ছোট বা বড়- সব দেশই আজ কমবেশি নভেল করোনা নামক এক ভয়ঙ্কর ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশও এ সংক্রমণ থেকে মুক্ত নয়।এই পরিস্থিতিতে ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাংলাদেশের মানুষকে রাই এখন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে জানান তিনি।এ পরিপ্রেিত জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আমরা এবারের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ভিন্নভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জনসমাগম হয়, এমন ধরনের সব অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে সবাইকে বিরত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মানুষকে এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রা করা।

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে অতি সংক্রামক এই ব্যাধি বাংলাদেশে ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়লে কী পরিণতি ঘটবে- তা নিয়ে সবার মধ্যে রয়েছে উদ্বেগ-আতঙ্ক।জনসমাগমে ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ে বলে সব শিাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা এসেছিল আগেই।আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ ছাড়িয়ে যাওয়ার পর সোমবার সরকার ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সব অফিস-আদালতে ছুটি ঘোষণা করে।এরপর মঙ্গলবার সড়ক, নৌ ও আকাশপথে সব ধরনের যোগাযোগও বন্ধের ঘোষণা এলে ১৬ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশও বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মত কার্যত অবরুদ্ধ দশার মধ্যে পড়ে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমি জানি আপনারা এক ধরনের আতঙ্ক ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। যাদের আত্মীয়স্বজন বিদেশে রয়েছেন, তারাও নিকটজনদের জন্য উদ্বিগ্ন রয়েছেন। আমি সকলের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি।কিন্তু এই সঙ্কটময় সময়ে আমাদের ধৈর্য এবং সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলা এবং যতদূর সম্ভব, ভিড় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান।যারা করোনাভাইরাস-আক্রান্ত দেশ থেকে ফিরেছেন, তাদের হোম কোয়ারেন্টিন বা সঙ্গ নিরোধ থাকার নির্দেশনা ‘অরে অরে’ মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।মাত্র ১৪ দিন আলাদা থাকুন। আপনার পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী, এলাকাবাসী এবং সর্বোপরি দেশের মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এসব নির্দেশনা মেনে চলা প্রয়োজন, বলেন শেখ হাসিনা।

কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শও দেন তিনি।ঘনঘন সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। হাঁচি-কাশি দিতে হলে রুমাল বা টিস্যু পেপার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নিতে হবে। যেখানে-সেখানে কফ-থুথু ফেলা যাবে না।করমর্দন বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। যতদূর সম্ভব ঘরে থাকতে হবে। অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না। বাইরে জরুরি কাজ সেরে বাড়িতে থাকতে হবে। মুসলমানদের নামাজ আদায় এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ঘরে বসে প্রার্থনা করতে হবে।করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে আইইডিসিআরের হটলাইন নম্বর এবং সোসাইটি অব ডক্টরসের ৫০০টি নম্বরে ফোন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,করোনাভাইরাস দ্রুত ছড়ানোর মতা রাখলেও ততটা প্রাণঘাতী নয়। এ ভাইরাসে আক্রান্ত সিংহভাগ মানুষই কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেন।তবে, আগে থেকেই নানা রোগে আক্রান্ত এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য এই ভাইরাস বেশ প্রাণ-সংহারী হয়ে উঠেছে।এই কারণে পরিবারের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষটির প্রতি বেশি নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।সঙ্কটকালীন এই পরিস্থিতির সুযোগ না নিতে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,এ সঙ্কটময় সময়ে আমাদের সহনশীল এবং সংবেদনশীল হতে হবে। কেউ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

গুজব রটনাকারীদের হুঁশিয়ার করে তিনি বলেন,কেউ গুজব ছড়াবেন না। গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,বাজারে কোনো পণ্যের ঘাটতি নেই। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরের সঙ্গে সরবরাহ চেইন অটুট রয়েছে।অযৌক্তিকভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করবেন না। জনগণের দুর্ভোগ বাড়াবেন না। সর্বত্র বাজার মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকিয়ে জনগণকে সুরতি রাখতে সরকার কী কী পদপে নিয়েছে, তা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।চীনে প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর, স্থলবন্দরে বিদেশ ফেরতদের স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত ৬ লাখ ৫৮ হাজার ৯৮১ জন যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হয়েছে।করোনাভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও দিক-নির্দেশনা দিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে।করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের জন্য ঢাকায় ৬টি হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া আরও ৩টি হাসপাতাল প্রস্তুত করা হচ্ছে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাস আক্রান্তদের জন্য পৃথক শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।ঢাকায় ১০ হাজার ৫০টিসহ সারা দেশে ১৪ হাজার ৫৬৫টি আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।সারাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য ২৯০টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এতে মোট ১৬ হাজার ৭৪১ জনকে রাখা যাবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত সারাদেশে ৩৭ হাজার ৩৮ জন কোয়ারেন্টিনে ছিলেন, এরমধ্যে ৯ হাজার ৮৮৫ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এছাড়া সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ঢাকায় আশকোনা হজ ক্যাম্প এবং টঙ্গীর ইজতেমা ময়দান কোয়ারেন্টিন সেন্টার হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।এছাড়া ২৬৭ জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২৭৭ জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।ঢাকায় ৮টি পরীার যন্ত্রের পাশাপাশি দেশের অন্য ৭টি বিভাগে করোনাভাইরাস পরীাগার স্থাপনের কাজ চলছে।এই মহামারী মোকাবেলায় সার্ক তহবিল গঠিত হয়েছে, বাংলাদেশ ১৫ লাখ ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের সুরার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ সরঞ্জাম মজুদ আছে।ব্যক্তিগত সুরা সামগ্রীরও পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হবেন না। স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরার বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ১৩ হাজার পরীা কিট মজুদ ছিল। আরও ৩০ হাজার কিট শিগগিরই দেশে পৌঁছবে।

বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে প্লেগ, গুটিবসন্ত, কলেরার মতো মহামারী মোকাবেলা করে মানুষের জয়ী হওয়ার দিকটি তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন,যুগে যুগে জাতীয় জীবনে নানা সঙ্কটময় মুহূর্ত আসে। জনগণের সম্মিলিত শক্তির বলেই সেসব দুর্যোগ থেকে মানুষ পরিত্রাণ পেয়েছে।এখন কৃচ্ছ সাধনের সময় মন্তব্য করে তিনি বলেন, যতটুকু না হলে নয়, তার অতিরিক্ত কোনো ভোগ্যপণ্য কিনবেন না, মজুদ করবেন না।সরকারি গুদামগুলোতে যথেষ্ট খাদ্য শস্য মজুদ রয়েছে বলে জনগণকে আশ্বস্ত করেন তিনি। এখন কোনো জমি ফেলে না রেখে আরও বেশি বেশি ফসল ফলানোর জন্য তিনি কৃষকদের অনুরোধ জানান।সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আজ সমগ্র বিশ্ব এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলছে। তবে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের সরকার প্রস্তুত রয়েছে।আমরা জনগণের সরকার। সব সময়ই আমরা জনগণের পাশে আছি। আমি নিজে সর্বণ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। তিনি বলেন,করোনাভাইরাস দ্রুত ছড়ানোর মতা রাখলেও ততটা প্রাণঘাতী নয়। এ ভাইরাসে আক্রান্ত সিংহভাগ মানুষই কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেন। তবে, আগে থেকেই নানা রোগে আক্রান্ত এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য এই ভাইরাস বেশ প্রাণ-সংহারী হয়ে উঠেছে।সে জন্য আপনার পরিবারের সবচেয়ে সংবেদনশীল মানুষটির প্রতি বেশি নজর দিন। তাঁকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। তাঁকে ভাইরাসমুক্ত রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করুন।আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন,আতঙ্ক মানুষের যৌক্তিক চিন্তাভাবনার বিলোপ ঘটায়। সব সময় খেয়াল রাখুন আপনি, আপনার পরিবারের সদস্যগণ এবং আপনার প্রতিবেশিরা যেন সংক্রমিত না হন।আপনার সচেতনতা আপনাকে, আপনার পরিবারকে এবং সর্বোপরি দেশের মানুষকে সুরতি রাখবে।

লকডাউনের অন্তর্গত নিয়মাবলি তোয়াক্কা না করেই রীতমত উৎসবের মেজাজ ঝাড়গ্রামে

ঝাড়্গ্রাম, ২৫ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনের অন্তর্গত নিয়মাবলি তোয়াক্কা না করেই রীতমত উৎসবের মেজাজে চলছে দেদার মাছ ধরা,স্নান করা।সামিল করা হয়েছিল ছোটদেরও। বুধবার ঝাড়্গ্রাম জেলা সদরে এই চিত্র দেখে অনেকেই বিস্মিত। কোন রকম স্বাস্থ বিধির তোয়াক্কা না করেই একই পুকুরে চলল গন স্নান আর মাছ ধরা।যেন ছুটির মেজাজ।করোনা নিয়ে দেশ,রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক।কিন্তু কোন আতঙ্কের ছাপ এখানে নেই।যুক্তিও অদ্ভুদ।“ মদ খাই আমাদের কিছু হবে না।” “ আমাদের বস্তিতে কারো রোগ ধরা পড়ে নি। তাই কিছু হবে না।”সারা রাজ্য জুড়ে ঘোষনা হয়েছে লক ডাউন।অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হওয়া নিষেধ।জমায়েত করা যাবে না।বিভিন্ন গ্রামে মানুষ জন স্বেচ্ছায় নিজেদের ঘরে বন্দী রেখেছেন।মানুষ জনের যাতে খাদ্যে কোন সঙ্কট না দেখা যায় তার জন্য বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে বলে ঘোষনা হয়েছে।

পুলিশ,প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে পরিস্থিতির গুরুত্ব

ছয়ের পাতায়

কাজে লাগাচ্ছেন লকডাউনকে, বিদ্যাচর্চায় মগ্ন দুই বাঙালি অর্থনীতিবিদ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি.স.): লকডাউনের এই সময়টা বিদ্যাচর্চায় ডুবে গিয়েছেন দুই অর্থনীতিবিদ। এই মুহূর্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক অজিতাভ রায়চৌধুরী ব্যস্ত আর এক অর্থনীতিবিদের লেখা বই পড়তে। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন কৌশিক বসু। তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও। তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছেন এন ইকনমিস্ট ইন দা ওয়ার্ল- দি আর্ট অফ পলিসিমেকিং ইন ইন্ডিয়া।’ অজিতাভ রায়চৌধুরীর কথায়, অর্থনীতিবিদ হিসাবে অনেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হতে পারেন, নাও হতে পারেন। কিন্তু এটা কৌশিকবাবু এত হালকা ভাবে লিখেছেন যে টানটান উত্তেজনার মধ্যে শেষ অবধি পড়তে কেউ দ্বিধা করবেন না। আর বইটার মুখবন্ধ যেন সেই সুর বেঁধে দিয়েছে। আরও নিশ্চিন্তে বইটা দ্রুততার সঙ্গে পড়তে পারলাম লকডাউনের সৌজন্যে।

গোগ্রাসে বই পড়ছেন, লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে গিয়েছেন উদীয়মান অর্থনীতিবিদ প্রবীর দে। ‘এশিয়ান ইকোনমিক ইন্টিগ্রেশনের সম্পাদক ‘আজিয়ান-ইন্ডিয়া সেন্টারের’ অধ্যাপক, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং এবং ইউনাইটেড নেশনস এসক্যাপ-এর প্রাক্তন সিনিয়র ভিজিটিং ফেলো প্রবীরবাবু এখন সকাল থেকে রাত বই আর কাগজ-কলমে ডুবে। তাঁর কথায়, “করোনা চলে গেলে অন্য কাজের চাপ বেড়ে যাবে। তাই দক্ষিণ এশিয়ার বিদেশনীতি নিয়ে শিক্ষামূলক একটা বই পড়ছি। বাণিজ্য যোগাযোগ নিয়ে কিছু নথিপত্র সংকলনের কাজ এগিয়ে রাখছি।’

করোনা সন্দেহে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ২

বাঁকুড়া, ২৫ মার্চ (হি. স.): করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে দু জন যুবককে বুধবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।.

ওই দুই যুবকের বাড়ি পাত্রসায়রে।.চেন্নাইতে তারা কর্মরত ছিল। সম্প্রতি বাড়ি তারা ফিরে আসে।শরীরে জ্বর সহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলে এদিন তাদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। ..তাদের হাসপাতালে আইসোলেসনে রাখা হয়েছে।

বৃহস্পিবার তাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে. প্রয়োজন হলে তাদের লালা রস ও রক্ত পরীক্ষার জন্য নাইসেডে পাঠানো হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।.

.উল্লেখ্য এর পূর্বে হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত সন্দেহে কয়েকজন ভর্তি হলেও তাদের কারো শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ মেলেনি, শুধু মাত্র ইংল্যান্ড ফেরত এক চিকিৎসকের লালা রস ও রক্ত পরীক্ষার জন্য নাইসেডে পাঠানো হয়, কিন্তু করোনা আক্রান্তের কোনও হদিস মেলেনি।

করোনা মোকাবিলায় ৮০টি বেড বাড়ানো হচ্ছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি স): করোনা আতঙ্কের থরহরি কম্প শহরতলী কলকাতা। ইতিমধ্যেই করোনা কোপে গ্রাস হয়েছে কলকাতা।কলকাতায় করোনায় আক্রান্ত মৃত্যু হয়েছে একজনের।আর তাই করোনার চিকিৎসা করাতে হাজারো মানুষের ভিড় হচ্ছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। করোনা মোকাবিলায় অতিরিক্ত ৮০টি বেড বাড়ানো হচ্ছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। সূত্রের খবর প্রতিদিনই করোনা চিকিৎসা করাতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল ভিড় জমাচ্ছে কাতারে কাতারে মানুষ। অন্যদিকে করোনা সন্দেহে বহু মানুষকে ভর্তি করা হচ্ছে।ফলে বহু মানুষের চিকিৎসা করতে হচ্ছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালকে। আর তাই অতিরিক্ত ৮০ টি বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় যা সামগ্রিক লাগবে তা দেবে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে শনিবার থেকে শুধুমাত্র করনার চিকিৎসা হবে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

মালদায় ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সচেতন করতে পথে নামলেন পঞ্চায়েত প্রধানরা

বৈষ্ণবনগর, ২৫ মার্চ (হি. স.) : মালদার বৈষ্ণবনগর এবং কালিয়াচক এলাকায় বিপুল পরিমাণ শ্রমিক বাইরে থেকে ফিরছেন গ্রামে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন বাড়িতে বন্দি থাকার জন্য কিন্তু তারা সেটা শুনছেন না। তারা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাই ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের সচেতন করতে এবার রাস্তায় নামলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও ব্লক প্রশাসনিক কর্তারা। বুধবার অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান ও গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়াউল হক সীমান্ত এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সতর্ক করেন এবং তাদের হাতে একটি করে মাক্স সাবান ও স্যানিটাইজার তুলে দেন। চরি অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি বুথের সাধারণ মানুষদের হাতে হাত ধৌত করার এই উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। অপরদিকে গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত এলাকাবাসীর হাতে মাক্স ও স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয়।

লক ডাউনের জেরে চরম সমস্যায় কুমোরটুলি শিল্পীরা

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি স): করোনার কোপ লকডাউন দেশজুড়ে।ফলে বন্ধ ট্রেন,বাস। গৃহবন্দী কলকাতাবাসী। কিন্তু অন্যদিকে চরম সমস্যায় কুমোরটুলির শিল্পীরা ঠাকুর তৈরি থেকে মাটির কোন মূর্তি করতেই প্রথমেই মাথায় আসে কুমোরটুলির কথা আর সেইসব শিল্পী না থাকলে কখনোই তৈরি হতো না নিত্যনতুন মূর্তি। কিন্তু কুমোরটুলি তে অনেক শিল্পী বাইরে থেকে এসে কুমোরটুলিতে কাজ করেন। সপ্তাহে সপ্তাহে কিংবা মাসে মাসে বাড়িতে যান তারা।কিন্তু লক ডাউনের যাতে ফিরতে পারেননি তারা। বাড়ি ফিরতে না পারায় মাথায় হাত সেই সব শিল্পীর বাড়ি ফিরতে চেয়েও পারছেন না । ভিন রাজ্য থেকে আসা শিল্পীদের ফেরা তো দূরের কথা, এমনকী, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, কাটোয়ার মতো স্বল্প দূরত্বেও যাওয়ার মতো কোনও পরিষেবা খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা।

লকডাউন এর দিন দুটি ভিন্ন ছবি দেখা গেল বীরভূমে

সিউড়ি,২৫ মার্চ(হি. স.) : গ্রামের মানুষ সমদূরত্ব বজায় রাখলেও বেপরোয়া শহরের মানুষ। লকডাউন এর দিন বীরভূমেই ভিন্ন দুই চিত্র ধরা পড়ল। যেখানে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ অত্যাবশ্যক জিনিস কিনতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে, সেখানে শহরের মানুষেরা উৎসবের মেজাজে সবজি বাজার করছে গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে। ফলে অবস্থা সামাল দিতে শহর গুলিতে কোথাও মহকুমা শাসক লাঠি ধরছেন। কোথাও পুলিশ লাঠি পেটা করে ভিড় হাটাচছেন. ।সরকারি নির্দেশ অমান্য করে যখন এখনে বহু জায়গায় মানুষ জমায়েত করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ দের সচেতন করতে অগ্রনি ভূমিকা পালন করছে পল্লী উন্নয়ন সমিতিগুলো।

বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম নূরপুর। গ্রামের মুদিখানা দোকান, রেশন দোকানের সামনে চুনের দাগ দিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উদ্যোগ নিয়েছে নূরপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি।. লক ডাউন থাকাকালীন নূরপুর গ্রামের নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান যেমন সবজির দোকান, মাছ, মাংসের দোকান, ওষুধের দোকান খোলা রয়েছে।. এমতাবস্থায় গ্রামের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জিনিসগুলি ক্রয় করতে দোকানগুলোর সামনে ভিড় করছে।. করোনা ভাইরাস মানুষের সংস্পর্শেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই নূরপুর আমবাগান গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে দোকানগুলির সামনে বেশ কয়েকটি চুনের দাগ কেটে দেওয়া হয়, যাতে ভিড় করা মানুষরা নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে। এই দাগের গুরুত্ব বুঝতে পেরে দোকানদার থেকে শুরু করে ক্রেতা প্রত্যেকেই সমিতির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। শুধু তাই নয় তারা এই বার্তা প্রতিটি গ্রামকে পালন করতে বলার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

সমিতির গ্রন্থাগারিক সুকেশ মণ্ডল ও ক্লাব সদস্য মনোজিৎ বিশ্বাস বলেন, আপাতত সংস্পর্শ থেকে বাঁচাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতেই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সমিতির সম্পাদক অসীম দাস বলেন আমরা ইতিমধ্যেই একটা তহবিল গড়ার চেষ্টা করছি, তাতে গ্রামের মানুষের বেশ সাড়াও পাচ্ছি। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

চুলকানি রোধ করার কয়েকটি নিয়ম

মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে পেডিকিউলাস ক্যাপিটিস বলা হয়।

উকুন হওয়ার কারণ ঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকা একই বিছানা বা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা, একই চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো, মাথা পরিষ্কার না রাখা ইত্যাদি কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউলাস ক্যাপিটিস।

এ রোগ হয়ে থাকে, মানুষের দেহে তিন প্রকার উকুন থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেলিকিউলাস করপোরিস এবং বিটপ দেশের লোমে , বগলে, গোঁফ-দাঁড়িতে, চোখের পাতায় যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউলাস পিউবিস। মাথার উকুন তামাটে বর্ণের হয়। এরা একবার শতাধিক ডিম পাড়ে, যাদের লিকি বলা হয়। এ লিকি থেকে এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা হয় মাথায় উকুনের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

চিকিৎসা ঃ লোশন পারমেথিরিন ১ ভাগ মাথায় ভালভাবে লাগাতে হয় এবং মাথায় কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, যাতে উকুন পালিয়ে যেতে না পারে। ব্যবহার শেষে ভালোভাবে সাবান জলে স্নান করে নিতে হয়।

খুশকি ঃ সাধারণভাবে মাথায় হালকা মতো মরা চামড়া ওঠাকে খুশকি বলা হয়। এক্ষেত্রে মাথায় চুলকানি থাকে, মাথার ত্বকে কুটকুটে ভাব থাকে। মাথার চুল বেড়ে গেলে, চুল ভেজা থাকা অবস্থায় আঁচড়ালে, মাথার ময়লা জমলে, তেল বেশি বেশি ব্যবহার করলে এবং সেই সঙ্গে মাথায় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটলে রোগের উপসর্গ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাই একই চিরুনি অনেকে ব্যবহার করতে করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই খুশকিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয় না তবে দমিয়ে রাখা হবে। যাদের মাথায় খুশকি হয় তাদের তেল মাখা কমিয়ে দিতে হবে অথবা বন্ধ করে দিতে হবে। খুশকি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে চুল পড়ে যেতে পারে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু বাজারে এখন সর্বত্রই পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে একে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাথার দাদ ঃ ছত্রাকের আক্রমণ যখন মাথায় ঘটে তখন তাকে টিনিয়া ক্যাপিটিস বলা হয় বা মাথায় দাদ বলা হয়। এ রোগটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাথায় হতে দেখা যায়, তবে খুব কম ক্ষেত্রেই বড়দের হয়।

চিকিৎসা ঃ এক্ষেত্রে দাদ নিরোধক অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ সেবন গ্রগ্রাইসিওফুলভিন ৫ মিলি গ্রাম শরীরের ওজনের অনুপাত থেকে দেড় মাস খেতে হয়।

রোগ সারাতে কাঁচা আম

গরম এসে গেছে আর এখনই কাঁচা আমের মৌসুম। আমরা জানি আমকে বলা হয় ফলের রাজা। সব বয়সের মানুষ পাকা আম পছন্দ করে এবং অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে এই ফলটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কাঁচা আম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। কাঁচা আমের গন্ধে মন ভরে যায় সতেজতায়। চাষের ধরন অনুযায়ী আম বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। আসলে আমের বিভিন্ন রকম ১০০০ টি প্রজাতি আছে। স্কুলের বাচ্চাদের ও অনেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রিয় কাঁচা আম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল ও জলে ভরপুর। কাঁচা আম সাধারণত আচার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জুস, চাটনি, সস, জ্যাম এবং ফলি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁচা আমের ভর্তা। আসুন তাহলে জেনে নেই কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে।

এসিডিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বেশিরভাগ মানুষই এসিডিটির সমস্যায় ভুগে থাকেন। কাঁচা আম খেলে এডিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওষুধ গ্রহণ ছাড়াই আপনার হজমে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

জলের ঘাটতি রোধ করে ঃ গরমে আমাদের শরীর থেকে অনেক জল বাহির হয়ে যায়। শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এবং জলের ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খান।

পেটের সমস্যা দূর করে ঃ গরমের সময় বেশিরভাগ মানুষের পেটে সমস্যা হতে দেখা যায়। ডায়রিয়া আমাশয় ও বদহজমের মত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। খাদ্য হজমে সহায়তা করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা আম।

ওজন কমায় ঃ মিষ্টি আমের চেয়ে কাঁচা আমে চিনি কম থাকে বলে এটি ক্যালরি খরচে সাহায্য করে।,

স্কার্ভি ও মাড়ির রক্ত পড়া প্রতিরোধ করে ঃ কাঁচা আম খেলে আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করে। স্কার্ভি, অ্যানেমিয়া ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায় কাঁচা আম। কাঁচা আমের পাউডার বা আমচুর স্কার্ভি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ঃ সবুজ কাঁচা আম খাওয়া মাড়ির জন্য উপকারী। এটি খুব মাড়ির রক্ত পড়াই বন্ধ করে না নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয়রোধ করে। কাঁচা আম।

মর্নিং সিকনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস দূর করতে চমৎকারভাবে কাজ করে কাঁচা আম। সামান্য লবণ লাগিয়ে কাঁচা আম খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটায় ঃ কাঁচা আম আলফা ক্যারোটিন ও বিটা ক্যারোটিনের মত ফ্লাভনয়েড সমৃদ্ধ। এইসব উপাদান দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায়।

লিভারের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ঃ লিভারের রোগ নিরাময়ের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে কাঁচা আম। যখন কাঁচা আম চিবানো হয় তখন পিত্ত থলির অ্যাসিড ও পিত্ত রস বৃদ্ধি পায় । এর ফলে যকৃতের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন পরিষ্কার করে।

শীতে পা ভালো রাখতে সোল থেরাপি

সৌন্দর্যচর্চা মানে শুধুমাত্র মুখেরত্বকের পরিচর্যা বা কেশচর্চা নয়, তার মধ্যে আপনার পদযুগলও পড়ে। ঠিকঠাক পরিচর্যা না করলেই সর্বনাশ। দিনের পর দিন যত্নের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়ে পা দুটি। কিভাবে পায়ের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায় সে সঙ্গে শরীর এবং মনকেও উজ্জীবিত করে তোলা যায়। তারই খোঁজ মিলবে সোল থেরাপি তে।

যাদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় বা কাজের সুবাদে সারাদিনই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, তাদের পায়ের উপর চাপ বেশি পড়ে। মাসল স্টিফ হয়ে যায়, টান ধরে। চেয়ার বহুক্ষণ বসে কাজ করার পর ব্যাক পেনের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়ি আমরা।

স্পন্ডালাইটিসের সমস্যায় ভোগেন, কেউ কেউ। দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার কাজ করা, টিভি দেখার ফলে চোখের সমস্যা নিত্যদিনের ব্যাপার। মাথা ব্যাথায় একেবারে কুপোকাত অবস্থা। ফুড হ্যাবিট ঠিকঠাক না থাকার ফলে স্টমাকে অ্যাসিডিটি, ঠান্ডা লেগে সাইনাস, মাইগ্রেন-এর সমস্যায় জেরবার হয়ে জোগাড়। এই ধরনের নানা সমস্যার সমাধানে সোল থেরাপি একবারে অব্যর্থ ওষুধ।

আমাদের শরীরে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সে সবকিছুই সোল অর্থাৎ পায়ের তলায় রয়েছে এ তথ্য বোধহয় অনেকেরই অজানা। সোল থেরাপি মূলত হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত করা হয়। যার যা সমস্যা সেই অনুযায়ী ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ডিপ মাসল টিস্যুর সার্কুলেশনের উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি টেনশন কমাতে সাহায্য করে। রিল্যাক্সেশানের কাজ করে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে। মূলত সুইডিস ম্যাসাজ, ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ, রিফ্লেকসোলজি এবং হট স্টোনথেরাপি দেওয়া হয় সমস্যা বুঝে। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই ম্যাস্যাজের দরুণ আমরা কিকি সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারি—

সুইডিস ম্যাসাজ--- এটি একটি কমন ম্যাসাজ। এই ম্যাসাজ মাসলকে রিল্যাক্স করে, ক্লান্তি দূর হয় সে সঙ্গে শরীরের যাবতীয় ব্যথা বেদনা থেকে মুক্তি মেলে।

ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ— মাসল এর ওপর বেশি জোর দিয়ে বা চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেশন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ টিস্যু ম্যাসাজও বলা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেসন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ ম্যাসাজও বলা হয়। রিফ্লেকসোলজি--- আমাদের শরীরের যে যে অঙ্গে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার নার্ভ পায়ের তলায় ঠিক কোনো জায়গায় রয়েছে তা চিহ্নিত করে ঠিক পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রেশার দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পায়ের একটা ম্যাসাজ সারা শরীরকে রিল্যাক্স করে। হট স্টোন থেরাপি— স্টোনকে গরম করে সেটা দিয়ে পায়ের তলায় ম্যাসাজ করা হয়। সে সঙ্গে হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত গরম স্টোন রাখা হয়। হাত বা পায়ে ব্যথা হলে আমরা অনেকেই গরম সেঁক নিয়ে থাকি। এক্ষেত্রেও সে কাজটি হয়। বেসল স্টোন পেশিতে হিট জেনারেট করে। নার্ভাস সিস্টেমকে ভালো রাখতে হট স্টোন থেরাপি এককথায় অনবদ্য।

মায়েদের বুকের দুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং সঠিক পন্থা

শিশু জন্মের পর সাধারণত মা ও শিশুর পাশে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন। না জানার কারণে তারা মা ও শিশুরখাবার, খাবারেরর পরিমাণ, পুষ্টি খাওয়ানোর কৌশল নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরির জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

সঠিক — তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শালদধু আসে ততটুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে। এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার ছোট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেরিতে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু কান্নাকাটি করলে মনে হয় যে তার ক্ষুধা পেয়েছে।

সঠিক— নবজাতক অনেক কারণে কান্নাকাটি করে থাকে, বিশেষ করে জন্মের পরপরই পৃথিবীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার একটু সময়ের দরকার হয়। এছাড়া সে মায়ের কোলে বা বুকে থাকতে চায়, অতিরিক্ত গরম অথবা ঠান্ডার কারণেও কান্নাকাটি করতে পারে। কান্নার স ঠিক কারণ খুঁজে বের করা অবশ্যই দরকার। শুধু ক্ষুধার জন্য কান্নাকাটি করে, এমনটি ভাবা উচিত নয়।

ভুল ধারণা— মা শাকসবজি ডাল বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা ঝোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ য় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া প্রসবের পরপরই যদি মা এই খাবারগুলো খান তবে শরীরের রস বা জরায়ু শুকাতে দেরি হয়, তাই শুকনো রুটি, শুধু লবণ বা ভর্তা দিয়ে খেতে দেয়া উচিত।

সঠিক--- মায়ের খাদ্যভ্যাসের কারণে বুকের দুধের পরিবর্তন হয় না, যেমন—মা সাধারণ মশলাযুক্ত খাবার, শাক সবজি ফল, মাছ মাংস যাই খান না কেন, তার কারণে শিশুরক কোনো ক্ষতি হয় না, বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। তাই কোনো মায়ের বেছে খাওয়া উচিত নয়। বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন।

প্রতি বেলা স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে একবাটি সবজি এক বাটি ডাল ও পোয়া বাটির বেশি খাবেন। এছাড়া দেশি ফল খাবেন। জলও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খাওয়া যাবে এবং দিনে ৮ গ্লাস জল পান করবেন।

ভুল ধারণা--- সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে শিশু প্রথম ২ থেকে ৩ দিন ভালোভাবে বুকের দুধ পায় না বা দুধ খাওয়াতে পারেন না। এছাড়া ওষুধ খাওয়ার কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

সঠিক— সিজারিয়ান ডেলিভারি হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ চিপে বের করে চামচে করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওষুধে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায় না।

ভুল ধারণা— বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের ঝোল, শিং মাছের ঝোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়।

সঠিক--- মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

ভুল ধারণা— ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে।

সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে।

ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন— জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিকর।

সঠিক--- প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিকর নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার অভ্যাস করানো উচিত নয়। বরং এসবের পরিবর্তে মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের দেশি ফল, ঘরে তৈরি খাবার শিশুকে দেয়া উচিত।

ভুলধারণা— একটু বেশি বিরতি দিয়ে বুকের দুধ খাওয়ালে বুকে অনেক দুধ জমবে এবং শিশু বেশি দুধ পাবে। বুক ভারি না হলে বা নরম থাকলে বুকে দুধ কম আছে ধরে নিতে হবে। সঠিক— শিশুরা যখনই খেতে চাইবে তখনই বুকের দুধ দিতে হবে।

দেশের মানুষের খাদ্যসংকট দূর করতে নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার : প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনের সময় দেশের মানুষের যাতে খাদ্যের অভাব না হয় তার জন্য নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এভাবেই দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় বুধবার থেকে দেশজুড়ে ২১ দিনের লকডাউন শুরু হয়েছে। এর ফলে চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন সাধারণ নাগরিকরা। এতদিন কাজ বন্ধ থাকলে খাবার জুটবে কী করে তা ভেবেই আকুল হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের কথা মাথায় রেখে বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। আর তারপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লকডাউনের সময় দেশের মানুষকে কী সুবিধা দেওয়া হবে সেবিষয়ে ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'লকডাউনের সময় দেশের মানুষের যাতে খাদ্যের অভাব না হয় তার জন্য নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভয়াবহ এই সময়ে কেউ যাতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের কালোবাজারি না করে সেই দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

এরপরই গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, 'এই সময়ে দেশের সমস্ত গরিব মানুষকে তিনটাকা কিলো দরে চাল ও দুটাকা কিলো দরে গম দেওয়া হবে। শস্তায় কিংবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা মাধ্যমে প্রয়োজনে আগামী তিনমাসের এই রেশন চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজকের বৈঠকে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়ে টাকা মেটানোর কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে দেশের প্রতিটি জেলায় যেকোনও রকমে প্রয়োজনে ফোন করার জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের গ্রামীণ শাখাগুলি একদিন অন্তর খোলা থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

এদিন তিনি আরও বলেন, করোনা মোকাবিলার জন্য প্রতিটি রাজ্যের সরকারও খুব ভাল পদক্ষেপ নিচ্ছে। তাই দেশের মানুষের কাছে অনুরোধ করব লকডাউনের বিষয়টি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন। বাড়ি থাকুন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন ও বারবার হাত ধুয়ে নিন। আর যদি নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কোনও উপসর্গ দেখতে পান তাহলে চিকিৎসকের কাছে যান। মারাত্মক এই ভাইরাসের কবল থেকে দেশবাসীকে বাঁচানোর জন্য ২১ দিনের এই লকডাউনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সময়টা নিজের পরিবারের সঙ্গে ভাল করে কাটান। এই সময় অযথা আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটাও করবেন না। কারণ দেশজুড়েই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যথেষ্ট যোগান রয়েছে।

ঝাড়গ্রামে করোনা নিয়ে বিভ্রান্তি, খোলা হল জেলা কন্টোল রুম

ঝাড়্গাম, ২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনা নিয়ে গুজব, বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে ঝাড়্গাম জেলার বিভিন্ন জায়গায়। করোনা সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগ জানানোর জন্য করা হয়েছে জেলা কন্টোল রুম। অভিযোগ এলেই দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও ঝাড়খন্ড রাজ্য সীমানা এলাকার গ্রামগুলিতে ভিন রাজ্যে কর্মরতরা গ্রামে ফিরে ঘোরা ফেরা করছে। গ্রামের এক সাথে বসে চলছে তাসের আসর। এমনই অভিযোগ আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।প্রশাসনের পাশাপাশি মানুষ জনকে সচেতন করতে বিভিন্ন ক্লাব , সংস্থা গুলি লাগাতর স্বাস্থ্য বিধি গুলির প্রচার করছে এবং মানুষ জনকে গুজবে কান না দিয়ে ঘরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।।

গ্রামের মানুষজন যাতে কোনো গুজবে বা বিভ্রান্ত না হয় এবং মানুষ স্বাস্থ্য সচেতনতা বজায় রাখে তার জন্য আবার বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের পক্ষ থেকেও প্রচার শুরু হয়েছে। একদিকে যেমন ঝাড়গ্রামের কদমকানন ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে সদস্যরা একক ভাবে পথচলতি মানুষদের এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে গুজবে কান না দিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিনপুর দুই নম্বর ব্লকের এড়গোদা অঞ্চলে "প্রচেষ্টা" নামক একটি সংগঠন নিরন্তর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বুধবার এড়গোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার ১৫ টি গ্রামে প্রচেষ্টা সংস্থার পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাবান, মাস্ক বিতরণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন। এছাড়া এলাকায় জমায়েত যারা করেছিলেন তাদের বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছে। যাতে তারা একসঙ্গে জমায়েত না করেন, বাড়িতে থাকেন সেই বিষয়ে বলা হয়। প্রচেষ্টা সংস্থার অন্যতম সদস্য উদয় শঙ্কর রক্ষিত ও বিনয় মাহাতো, অশোক মাহাতো, তুফান মাহাতো, প্রসেনজিৎ মাহাতো সহ অন্যান্য সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়েছেন লক ডাউন লক ডাউন কেন করতে হবে। এছাড়া ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসকের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ এলে তিনিও ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ঝাড়্গাম কদমকানন ইউনাইটেড ক্লাবের সম্পাদক প্রান্তিক মৈত্র বলেন, ' পাড়ায় পথ চলতি মানুষজনকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠাচ্ছি। অযথা বাইরে আড্ডা দিতে না বলেছি।' প্রচেষ্টা পক্ষ থেকে উদয় শঙ্কর রক্ষিত বলেন' আমরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবান, মাস্ক দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধি গুলি মেনে চলার বিষয়ে বলেছি।স্বাস্থ্য বিধি সম্বলিত লিফলেট করেছি।মানুষ যাতে ঘরের বাইরে জমায়েত না করে লক ডাউনের দিন গুলিতে বাড়িতে থাকেন সেই বিষয়ে জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে।প্রশাসনের পাশে আমরা আছি।'ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে বাইশ মার্চ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খোলা হয়েছে জেলা কন্টোল রুম।ঝাড়গ্রাম পুর এলাকা সহ জেলার বিভিন্ন ব্লক গুলির থেকে মানুষ করোনা ভাইরাস কেন্দ্রিক অভিযোগ জানাতে পারবেন।ব্লকের সংশ্লিষ্ট বিডিওর কাছেও অভিযোগ জানাতে পারেন।জেলা কন্টোল রুমের দায়িত্বে রয়েছেন ঝাড়গ্রামের মহকুমাশাসক সুবর্ণ রায়।তাঁকে সাহায্য করছেন প্রতিদিন একজন করে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্য দফতর এবং পুলিশকে তথ্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।তৎক্ষণাৎ ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।প্রশাসন সূত্রে আরো জানা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত জেলা কন্টোল রুমে পুর এলাকার অভিযোগ জমা পড়েছে এগারোটি এবং ব্লক গুলি থেকে অভিযোগ এসেছে ছয় টি।আভিযোগ গুলির ধরন মূলত ভিন রাজ্য থেকে ফিরে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করিয়ে এলাকায় ঘোরা ফেরা করার। এই প্রসঙ্গে মহকুমাশাসক সুবর্ণ রায় বলেন 'অভিযোগ পাওয়ার পরেই তৎক্ষনাৎ ওই সব মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।'

দুর্গাপুর অগ্নিমুল্য বাজার, দাম নিয়ন্ত্রন ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে অভিযানে পুলিশ ও প্রশাসন

দুর্গাপুর, ২৫ মার্চ(হি.স.): লকডাউনে অগ্নিমুল্যবাজার। চলছে কালোবাজারি। এবার দাম নিয়ন্ত্রনের পথে নামল পুলিশ প্রশাসন। বুধবার দুর্গাপুর, উখড়া, পানাগড়, বুদবুদের বাজারে পুলিশ ও প্রশাসন একসঙ্গে অভিযান শুরু করে। অস্বাভাবিক দাম নেওয়ার দায়ে ও মজুত রুখতে কয়েকজন ব্যাবসায়ীকে কড়া সতর্ক করে। একই সঙ্গে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেয়।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চিনের উহান উজাড় করা "করোনা" র দাপটে সিটিয়ে গোটা বিশ্ব। করোনার মতো মারণ রোগের সংক্রামক রুখতে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত "লকডাউন" ঘোষনা করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার। দুর্গাপুরের বেনাচিতি, মামড়া বাজার, চন্ডীদাস মার্কেট, আশীষ মার্কেট পানাগড়, বুদবুদ বাজারে সব্জিসহ অন্যান্য সামগ্রী কিনতে উপচে পড়া ভিড় মানুষের। স্বাস্থ্য বিধিকে তোয়াক্কা না করে ক্রেতাদের ঠাসা ভিড় বাজারে। তার সঙ্গে যত্রতত্র জটলা। আর তাতেই প্রশ্ন উঠেছে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা নিয়ে। সংক্রামক ঠেকাতে সামাজিক দুরত্ব বাজায় রাখতে পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিনিয়ত বাজারগুলিতে মাইকিং করে সচেতন করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া মুল্যবৃদ্ধি। আলুর দাম যেখানে ১৬ টাকা ছিল। গত দুদিনে এক ধাক্কায় ২৫-২৬ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। একইরকম ভাবে পেয়াঁজ, কাঁচালঙ্কা, শাক সব্জির দাম অস্বাভাবিক দরে বিকোতে শুরু করে। একইরকমভাবে মুদীখানায় আটা, চাল, ডাল তেলের দাম আচমকায় উর্ধমুখী হয়ে যায়। ফলে মাথা হাত পড়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির। চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দেয়। বিভিন্ন বাজার থেকে কালোবাজারির অভিযোগ উঠতেই নড়ে চড়ে বসে পুলিশ ও প্রসাশন। বুধবার সকালে দুর্গাপুর বেনাচিতি, মামড়া বাজার, চন্ডীদাস, পানাগড় ও বুদবুদ বাজারে তৎপর হয় পুলিশ ও প্রশাসন। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে জটলা ঠেকাতে উদ্যোগী হয়। পাশাপাশি অস্বাভাবিক দাম নিয়ন্ত্রনে তৎপর হয়। পশ্চিম বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি সমীর বিশ্বাস জানান,' গত দুদিন থেকে আড়তগুলিতে অভিযান চালিয়েছে। একইসঙ্গে সেখানের পাইকারী দামের সঙ্গে খুচরোবাজারে দামের বিস্তর ফারাক নজরে আসে। কড়াভাবে বলেছি। পাইকারী ও খুচরোবাজারের সঙ্গে দামের কোনরকম অস্বাভাবিক যেন না হয়। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে রাস্তার পাশে না বসে ফাঁকা মাঠে সব্জি বিক্রেতাদের বসার জন্য বলা হয়েছে।'

একইরকম বুদবুদ বাজারে পুলিশের সঙ্গে গলসী-১ বিডিও অভিযানে নামে। গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় বলেন,' কিছু দোকানে বাজার মুল্য থেকে বেশী দাম বিক্রি করছিল। সেটা ধরা পড়ে। পরে সেই বর্ধিত দাম ফেরতের ব্যাবস্থা করা হয়। সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাতে নির্দিষ্ট দুরত্ব বেঁধে দেওয়া হয়েছে।'

করোনা : পাথারকান্দির বাগানে স্যানিটাইজার বিলি স্থানীয় কং নেতার, সাংবাদিকদের মাস্ক

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ মার্চ (হি.স.) : অদৃশ্য ঘাতক করোনা ভাইরাস গোটা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতেও ছড়িয়েছে। এমতাবস্থায় পাথারকান্দির গরিব জনতাকে এই মারণ সংক্রমণ সম্পর্কে সচতেন করে তাঁদের হাতে স্যানিটাইজেশন সামগ্রী তুলে দিয়েছেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শচীন সাহু। তাছাড়া এসাকার সাংবাদিকদের হাতে একেকটি মাস্ক তুলে দিয়েছেন তিনি।

শচীন সাহু তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে এলাকার গরিব জনতার মধ্যে বহু স্যানিটাইজেশন সামগ্রী বণ্টন করেছেন। সেই সঙ্গে নিজেদের কর্তব্যের তাগিদে জীবন বাজি রেখে সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত পাথারকান্দির কর্তব্যরত সংবাদ কর্মীদের হাতে একটি করে স্বাস্থ্যসম্মত মাস্ক ও স্যানিটাইজেশন সামগ্রীও তুলে দেন। এ প্রহঙ্গে শচীন সাহু বলেন, এই সময় রাজনীতির ঊর্ধে ওঠে জাতপাত ভুলে সবাইকে করোনা ভাইরাসেতর মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় সচেতনতা গড়ে তোলাার চেষ্টা করছেন। করোনার বিরুদ্ধে সজাগতা তৈরির উদ্দেশ্যে পিপলাগুল চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে তরল ডেটল ও ডেটল সাবান বিতরণ করে প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর ভালোভাবে হাত ধৌতকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করান। এছাড়া স্বাস্থ্য বিভাগের জারিকৃত যাবতীয় নির্দেশিকা মেনে চলতে সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি।

চার মাসের আগাম বেতন ডাক্তারদের দেবে ওডিশা সরকার

ভুবনেশ্বর, ২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় সক্রিয় ভাবে কাজ করে চলেছেন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।মানব জাতির সেবায় তাদের নিরলস পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিতে চার মাসের আগাম বেতন দেওয়ার ঘোষণা করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক জানিয়েছেন , চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, প্যারা মেডিক্যাল কর্মীরা করোনার বিরুদ্ধে ফাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স গড়ে তুলেছেন।সংকটের এই মুহূর্তে সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে তারা কর্তব্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে দিন-রাত সমানে কাজ করে চলেছেন। তাদের আগামী চার মাসের বেতন একসঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে. স্বাস্থ্যকর্মীদের এই আত্মত্যাগকে সম্মান জানানো উচিত প্রতিটি নাগরিকের।চিকিৎসকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার কোনভাবেই রেয়াত করা হবে না। উল্লেখ করা যেতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে নিজে তিন মাসের বেতন ইতিমধ্যেই দান করে দিয়েছেন নবীন পট্টনায়ক ওড়িশায় দুইজন করো নায় আক্রান্ত হয়েছে। গোটা দেশে মারন এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫০। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ২১ দিনের লকডাউন সারাদেশ জুড়ে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সাহায্য, গুজব রুখতে তৎপর বীরভূম জেলা পুলিশ

সিউড়ি, ২৫ মার্চ (হি.স.): সোশ্যাল নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে গুজবের বিরুদ্ধে সোচ্চার বীরভূম জেলা পুলিশ। ইতিমধ্যেই স্লোগান তুলেছে তারা। স্লোগানে বলা হযেছে-'আজ আমরা এক পরিবার, তফাৎ নেই তোমার আমার; থেকো তুমি ঘরের ভেতর, বাইরে আমরা পাহারাদার।জিততে আমাদের হবেই- বীরভূম জেলা পুলিশের নতুন শ্লোগান। বীরভূম জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে পুলিশ পোস্ট করে জানিয়েছে - 'এক বিপুল সংকটের সম্মুখে আজ দাঁড়িয়ে গোটা মানবজাতি। অতি সূক্ষাতিসূক্ষ একটি 'ভাইরাস' আজ গোটা মানব সভ্যতার বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়ছে নভেল-করোনাভাইরাস। এর প্রকোপে ধরাশায়ী ১৯২ টি দেশ যার মধ্যে রয়েছে ইটালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, জার্মানির মত স্বাস্থ্য খাতে উন্নত দেশগুলিও। গোটা বিশ্বে সংক্রমিত হতে হতে আমাদের দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে এই ভাইরাস। এই মারণ ভাইরাসের প্রকোপে স্তব্ধ হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। স্থগিত রাখা হয়েছে রেল ব্যবস্থা, যানবাহন, বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরের বিমানগুলিও।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমাদের এইরকম অবস্থার সম্মুখীন কোনও দিনও হতে হয়নি। কাজেই আর বলার অপেক্ষা রাখে না এই পরিস্থিতি কতটা জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাজনিত বিধি-নিষেধ জারি করেছে ২৩/০৩/২০২০ বিকেল পাঁচটা থেকে এবং নতুন সূচি অনুসারে গোটা রাজ্যেই থাকবে এর প্রভাব। বিশ্বব্যাপি এই মহামারীকে ছড়িয়ে পড়া থেকে রুখতে এবং এর প্রভাব কে স্তিমিত করতে এই উদ্যোগ। কিন্তু এই ঘোষণার পরেও আমরা দেখতে পাই যে অনেকেই বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেখছেন না। অযথা এবং অহেতুক সরকারি নির্দেশ অমান্য করে রাস্তায় , সড়কে, বেরিয়ে পড়ছেন। এই সময়টা আমাদের গোটা দেশের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় যারা পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতা না করে, সকল নির্দেশ অমান্য করে, কোন কারন ছাড়াই রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো। আমরা আমাদের সুশীল সমাজ তথা শিক্ষাকর্মী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ এবং শিল্পী ভাই-বোনদের অনুরোধ করবো আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই বার্তা সকল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে, যাতে আমরা সকল নাগরিক থেকে সহযোগিতা পাই ও তাদের সুবিধার্থে কাজ করতে পারি।

বীরভূম জেলা বাসীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, গত পনেরো দিনে আমাদের জেলায় বহিঃরাজ্য এবং বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তির সংখ্যা হল যথাক্রমে ৫২১৮ এবং ৭৫। এদের মধ্যে ৫১৭৯ জন হোম কোয়ারান্টিনে আছেন এবং ৩৯জন আছেন নন-হোম কোয়ারান্টিনে অর্থাৎ সরকারি কোয়ারান্টিনে। প্রত্যেক কোয়ারান্টিনে থাকা ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে একজন করে পুলিশকর্মী আমরা নিযুক্ত করেছি, তারা আগামি ১৪ দিন তার কোয়ারইন্টিনে থাকা নিশ্চিত করবে ও তাকে পর্যবেক্ষনে রাখবে। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, 'বীরভূম জেলায় এই মুহূর্তে, কোভিড-১৯ এর কোনো পজিটিভ কেস নেই। হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে ছড়ানো যেকোনো গুজব এড়িয়ে চলুন, আমরা ইতিমধ্যেই কয়েকজন ব্যক্তিকে সনাক্ত করেছি, সেই ব্যক্তিরা হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে বীরভূম জেলায় ৬টি পজিটিভ কেস আছে বলে গুজব ছড়িয়েছে। উক্ত খবরটি আপনার কানেও এসে থাকলে জানবেন এটি সম্পুর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন।'

পুলিশ সুপার আরও জানান,' সর্বোপরি জেলা পুলিশ, জেলা প্রশাসন, হেলথ ডিপার্টমেন্ট এবং বীরভূম জেলা পরিষদ সবাই আমরা একসাথে চেষ্টা করছি যাতে সম্মিলিতভাবে করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে পারি। আপনাদের সহযোগিতা, একান্তভাবে কাম্য। ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।'

লকডাউনে মানবিক পুলিশ পুলিশের গাড়িতেই সন্তান প্রসব সোনারপুরে

সোনারপুর, ২৫ মার্চ (হি. স.) : রাজ্য জুড়েই লকডাউনকে সফল করতে উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ। লকডাউন না মানলে জুটছে পুলিশের লাঠি। পুলিশকে আচমকা যেন নিজেদের ফর্মে ফিরে পাওয়া গিয়েছে মঙ্গলবার থেকে। সরকারি নির্দেশকে বাস্তবে প্রনয়ন করতে লাঠি হাতে আইন ভঙ্গকারীদের ধোলাই করতে দেখা যাচ্ছে পুলিশকে। এরই মধ্যে এক অন্য ছবি ধরা পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে। সেখানে পুলিশের মানবিক উদ্যোগে প্রানে বাঁচলেন এক প্রসূতি। যন্ত্রণায় কাতর সুভাষগ্রামের বাসিন্দা জ্যোতি দেবীকে নিজের গাড়িতে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন সোনারপুর থানার আই সি সঞ্জীব চক্রবর্তী। অবশ্য হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই গাড়ির মধ্যে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি। রাজ্য জুড়েই লাঠিধারী পুলিশের দাপট চলছে লকডাউনকে সফল করতে। সেখানে এদিন এই অন্যরকম ছবি ফুটে উঠল সোনারপুরে। এদিন লকডাউন কার্যকর করার জন্য রাস্তায় ঘুরছিলেন সোনারপুর থানার আইসি সঞ্জীব চক্রবর্তী। রাস্তায় তিনি জ্যোতিদেবীর স্বামী সুরেন্দ্রবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে বাড়িতে ঢুকতে বলেন। বিশেষভাবে সক্ষম সুরেন্দ্রবাবু সোনারপুর থানার আইসিকে নিজের সমস্যার কথা বলেন। বাড়িতে স্ত্রী প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছেন বলে জানান পুলিশকে। বিষয়টি জানতে পেরেই নিজের গাড়িতেই জ্যোতি দেবীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসেন সূভাসগ্রাম হাসপাতালে। সাথে নিয়ে আসেন এলাকার দুই মহিলাকেও। আদতে বিহারের বাসিন্দা সুরেন্দ্রর, বিগত দুবছর ধরে তারা রয়েছেন সোনারপুরে। পথে গাড়ির মধ্যেই কন্যা সন্তানের জন্ম দেন জ্যোতি দেবী। কিন্তু তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসার ফলে চিকিৎসা শুরু হয়ে যায় মা ও সন্তানের। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন আপাতত ভালো আছেন মা ও মেয়ে দুজনেই। সঞ্জীব বাবু বলেন, " মানুষের পাশে থাকাই আমাদের কর্তব্য। আজ লকডাউনকে সফল করতে যে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে তাও মানুষেরই জন্য। শুধু সকলকে বলবো, সকলে বাড়ি থাকুন। সুস্থ থাকুন"।

বারুইপুরে লকডাউন না মানায় ধোলাই, সাথে কান ধরে উঠবস

বারুইপুর, ২৫ মার্চ (হি. স.) : লকডাউন না মেনে রাস্তায় বেরলেই জুটছে পুলিশের ধোলাই। সাড়া রাজ্যেই এই চিত্রটা কার্যত এক। কিন্তু এরই মধ্যে ধোলাইয়ের পাশাপাশি কান ধরে উঠবস ও করতে হচ্ছে আইন অমান্যকারীদের। বুধবার সকাল থেকে এই ছবি ধরা পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমগ্র বারুইপুর পুলিশ জেলা জুড়েই।

এদিন সকালে বারুইপুর আরওবির মুখেই ট্রাফিক পুলিশ গার্ড ও সাধারণ পুলিশ কর্মীরা নাকা চেকিং শুরু করেন এলাকায়। সেই সময় সেখান দিয়ে যারা যারা লকডাউন আইন অমান্য করে পথে বেড়িয়েছিলেন সেই সমস্ত মানুষজনকে চিহ্নিত করে তাদেরকে বেধড়ক মারধোরের পাশাপাশি রাস্তায় সকলের সামনেই কান ধরে উঠবস করালেন পুলিশ কর্মীরা। করোনা মোকাবিলার জন্য আগামী ২১ দিন যাতে বাড়ি থেকে জরুরী দরকার ছাড়া কেউ না বের হন সেই কারণেই পুলিশ এই উদ্যোগ নিয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ক্যানিং, কাশিপুর, জয়নগর, নরেন্দ্রপুর সব থানা এলাকাতেই পুলিশকে এদিন এই মেজাজে দেখা গিয়েছে। তবে এদিন সকাল দশটা পর্যন্ত পুলিশ সেভাবে রাস্তায় নামে নি। সাধারণ মানুষ যাতে দৈনন্দিন জিনিষপত্র কিনতে দোকান, বাজারে যেতে পারেন সেই কারণে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথেই পুলিশ রাস্তায় টহলদারি শুরু করে। যে সমস্ত গাড়ি, মানুষজন, বাইক রাস্তায় জরুরী দরকার ছাড়া বেড়িয়ে তাদেরকে চিহ্নিত করে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকেন পুলিশ কর্মীরা।

পাশাপাশি আগামী দিনে যাতে এই লকডাউন আইনের তারা কোনরকম অমান্য না করেন সেই বার্তা দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান পুলিশ কর্মীরা। এরপরেও যদি মানুষ না শোনেন তাহলে পুলিশ আরও কড়া ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন তারা। এ বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার রসিদ মুনির খান বলেন, " করোনা ভাইরাস যাতে সংক্রামণ ছড়াতে না পারে সেই কারণে দেশ জুড়ে লকডাউন শুরু হয়েছে। পুলিশ কর্মীরা সাধারণ মানুষকে সুস্থ রাখতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে রাস্তায় রয়েছেন। মানুষকে সচেতন করা হলেও তারা শুনছেন

ছয়ের পাতায়

বহিঃরাজ্য থেকে আগত প্রায় ৩২৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়নি ডিমা হাসাও জেলায়, ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন

হাফলং (অসম) ২৫ মার্চ (হি.স.) : কর্মসূত্রে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বহিঃরাজ্যে থাকেন এমন প্রায় ৩২৭ জন ব্যক্তি তাঁদের গৃহজেলা অসমের ডিমা হাসাওয়ে এসেছেন অতি সম্প্রতি। এত মানুষ এসেছেন অথচ তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। তাদের মাধ্যমে ডিমা হাসাওয়ে করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না ওয়াকবহাল মহল। আগতদের কারোরই এখনও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ আসছে।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। জনৈক পদস্থ আধিকারিক জানান, নিউ হাফলং এবং জেলার অন্তর্গত অন্যান্য রেলওয়ে স্টেশন কর্তপক্ষের কাছে প্যাসেঞ্জার লিস্ট সংগ্রহ করে বহিঃরাজ্য থেকে আগত ৩২৭ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন ও ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার গেস্ট হাউস, হাফলঙে নবনির্মিত শিক্ষা ভবনকে কোয়ারেন্টাইনের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

বুধবার জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের ইএম স্যামুয়েল সাংসন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মণ, হাফলং সরকারি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. কল্পনা কেম্প্রাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করে সব কিছু খতিয়ে দেখেছেন।

১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ কলকাতা মেট্রো

কলকাতা ,২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে ঘরবন্দী শহরবাসী। ইতিমধ্যেই করনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বন্ধ হয়েছে একাধিক স্কুল-কলেজ দর্শনীয় স্থান সিনেমা হল।কলকাতায় করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে চলছে লকডাউন।এমত অবস্থায় মেট্রোর সময়সীমা বাড়াল কলকাতা মেট্রো রেল। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে মেট্রো চলাচল। বুধবার টুইট করে মেট্রোরেলে তরফে জানানো হয়েছে সে কথা।

এর আগে মেট্রোরেল তরফে জানানো হয়েছিল আগামী ৩১ মার্চ বন্ধ থাকবে মেট্রোরেল। তবে, বর্তমান পরিস্থিতি আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত মেট্রো রেল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। নোভেল করোনা ভাইরাস যেভাবে মহামারি আকার ধারণ করেছে তাতে এই ভাইরাস যাতে আর ছড়িয়ে না পড়ে সেই কারণে বন্ধ করা হলো মেট্রো

খালেদা জিয়া মুক্তি পেলেন

মনির হোসেন,ঢাকা ২৫ মার্চ: মুক্তি পেলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। বুধবার বিকেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুক্তি পান তিনি। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন।বিকেলে বিএসএমএমইউ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন যখন বেরিয়ে আসেন সেখানে পরিবারের সদস্য ছাড়াও নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।খালেদা জিয়ার কারাদন্ড স্থগিত করে ছয় মাসের জন্য মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

আইনমন্ত্রী জানান, মানবিক কারণ ও বয়স বিবেচনায় খালেদা জিয়াকে মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি তার ঢাকার বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন ও বিদেশে যেতে পারবেন না। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

করোনা রুখতে কলকাতা পুলিশের সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং কার্যক্রম

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনার গ্রাস থেকে শহরবাসীদের রক্ষা করতে এবার সামাজিক দূরত্ব অর্থাৎ "সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং" পথে হাঁটল কলকাতা পুলিশ।

কেন্দ্রের পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় তৎপর রাজ্য সরকারও। মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলেই করোনা প্রতিরোধে বরাবরই জোর দিয়েছেন "সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং" প্রক্রিয়ার উপর। এবার বিভিন্ন বাজার, ডিপার্টমেনটাল স্টোর, ব্যাঙ্ক, ওষুধের দোকানসহ নানা জায়গায় এই কর্মসূচী নিয়েছে পুলিশ। বুধবার যেখানে যেখানে মানুষের ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে যাতে মানুষ একসঙ্গে গাদাগাদি করে ভিড় করতে না পারে তার জন্য ওই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

কয়েক হাত দূরে দূরে চুন দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে মানুষের দাঁড়ানোর জায়গা। এদিন সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশের সাউথ সাবারবান ডিভিশন এই উদ্যোগ নেয়। মূলত, নেতাজি নগর, পাটুলি, যাদবপুর, কসবা, বাঁশদ্রোণী থানা এলাকায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এছাড়াও ঘুরে ঘুরে মাইকের মাধ্যমে টহলদারি চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে পুলিশ বলছে অহেতুক রাস্তায় ঘোরাঘুরি না করতে। কোনও প্রয়োজন ছাড়া কেউ যাতে রাস্তায় ভিড় না জমান তার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে।

আলিগড়-হরদুয়াগঞ্জ ফ্লাইওভারে কেন্দ্রের অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে আলিগড়-হরদুয়াগঞ্জ ফ্লাইওভার তৈরির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ফ্লাইওভার তৈরি করতে ১২৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। পুরো কাজ শেষ হবে ২০২৪-২৫ সালে। আলিগড় জংশন থেকে বেরিলির দিকে শাখা লাইন রয়েছে। ভারতীয় রেলের ব্যস্ততম এই শাখা হাওড়া-নতুনদিল্লি মেন লাইনে হরদুয়াগঞ্জ/বেরিলি ক্রসিং দিয়ে হাওড়ার দিক থেকে ট্রেন যায়। জানা গেছে, ট্রেনের চাপ থাকায় হাওড়া- হরদুয়াগঞ্জ/বেরিলিগামী মালগাড়িগুলির যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। ফলে আলিগড় স্টেশনে ট্রেনগুলি অহেতুক আটকে থাকে। এই সমস্যা দূর করতে এই ফ্লাইওভার তৈরি জরুরী হয়ে পড়েছে। আলিগড় থেকে হরদুয়াগঞ্জ ফ্লাইওভার হলে ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ হবে।

লক ডাউনের মাঝেই উপচে পড়া ভীড় কলকাতার সবজি বাজার

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি . স.) : করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। করোনা আতঙ্কে কাবু শহরবাসী। আর তাই কলকাতাতেও চলছে লকডাউন।কিন্তু লকডাউনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সবজি বাজারে উপচে পড়া ভিড় ক্রেতাদের। করোনা সংক্রমণ এড়াতে প্রশাসনের তরফে বারবার প্রচার করা হচ্ছে ভিড় এড়িয়ে। লকডাউন মান্যতা দিতে মোতায়েন হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। কিন্তু তবুও কলকাতার একাধিক সবজি বাজারে সবজি কেনার ধুম তুঙ্গে। শ্যামবাজার থেকে যদুবাবুর বাজার অন্যদিকে বেলেঘাটার রাসমণি বাজার সর্বত্র একই চিত্র। ১ মিটার দূর দূরত্ব দূর। ঘাড়ের উপর উঠে সবজি বাজারে উপচে পড়া ভিড় ক্রেতাদের।

হোম ডেলিভারিতে বিশেষ ছাড় দিতে হবে পুলিশকে, নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীব

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.): এই বিপর্যয়ের দিনে হোম ডেলিভারি পরিষেবাকে কোনভাবেই ব্যাহত করা যাবে না। বুধবার নবান্নে ভিডিও কনফারেন্সে এক বৈঠক করে পুলিশ আধিকারিকদের এমনই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হোম ডেলিভারি পরিষেবার পাশাপাশি কৃষক ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যারা এক জেলা থেকে আরেক জেলায় নিয়ে আসেন তাদের কোনোভাবেই বাধা দেওয়া যাবে না বলে জানান তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এমন অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা একাকী থাকেন যাদের একমাত্র ভরসা হোম ডেলিভারি। সে ক্ষেত্রে হোম ডেলিভারি বন্ধ হয়ে গেলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সমস্যায় পড়বেন। তাই পুলিশ সুপার, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিওদের বিষয়টা দেখতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে জানান তারা যেন পুলিশের সাথে আগে থেকেই এই বিষয়ে কথা বলে নেন। তিনি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বলেন যদি কোনরকম হোম ডেলিভারি পেতে অসুবিধে হয় সে ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে পুলিশ বাড়িতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে কৃষক ও সবজিওয়ালাদের ক্ষেত্রেও পুলিশ রাস্তায় চলাচলে বাধা দিচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এই পুরো বিষয়টি হচ্ছে অজ্ঞতার কারণে'। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় সবজি নিয়ে আসা বা কাজ করতে আসা ব্যক্তিদের প্রয়োজনে বিশেষ পাস দেওয়া হবে। পুলিশ তাদের আটকালে এই পাশ দেখিয়ে ছাড় পাওয়া যাবে। গোটা রাজ্যে এই একই পাসে কাজ হবে বলে দিন জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যদি পুলিশ পাস থাকা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি কে আটকানো তাহলে সংশ্লিষ্ট পুলিশের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এমনকি কৃষকদেরও মাঠে কাজ করতে বাধা না দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, মাঠে কৃষকদের কাজ করতে দিতে হবে। মাঠে অনেকটা দূরত্বে কৃষকরা চাষ করেন সে ক্ষেত্রে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, কেন্দ্র বিপর্যয় আইন চালু করেছে কিন্তু রাজ্যের সাথে এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। তবে রাজ্যের হাটে নিয়ম শিথিল করার কিছু ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতা অনুযায়ী এই পদক্ষেপ গুলি নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে রেশন দোকানের মালিকদেরও যেন পুলিশ বিব্রত না করে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরো জানিয়েছেন অনেকেই প্যাকেটজাত বোতলের জল খায়। সে ক্ষেত্রে এখন দোকান বন্ধ থাকায় জলের বোতল সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে জলের বোতল প্রাণধারা নামক সংস্থা বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। পরবর্তী ৩১ তারিখে একটি পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

হোম কোয়ারেন্টাইন নিয়ে নয়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি স): কলকাতায় কোপ বসিয়েছে করোনা। করোনা আতঙ্কে জর্জরিত কলকাতাবাসী। করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে কলকাতায় চলছে লকডাউন। বারবার চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য দফতর বলছে ঘরে থাকতে। আর তাই এবার করোনা সচেতনতায় হোম কোয়ারেন্টাইন নিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অতি বাতাস যুক্ত ঘরে একা থাকা বাঞ্ছনীয়। অতি অবশ্যই পৃথক শৌচাগার ব্যবহার করা উচিত।একটি ঘরে একা থাকা সম্ভব না হলেও পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে অন্তত এক মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চলা উচিত। পরিবারের বয়স্ক মানুষ , ছোট বাচ্চা , প্রসূতি, মহিলা অথবা অসুস্থ মানুষের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না একদমই।কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবে না। বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। নিজের খাবার পাত্র পরিবারের অন্য কেউ ব্যবহার করবে না। ২৪ ঘন্টা মাস্ক পড়ে থাকুন। এবং প্রতি৬ থেকে ৮ ঘন্টা অন্তর মাস্ক পরিবর্তন করুন।পুরাতন মাক্স মাটিতে পুঁতে দিন।এছাড়া আরো কিছু নির্দেশিকা কথা মেনে চলতে বলেছে স্বাস্থ্য দফতর।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আতঙ্কের মাঝে ই বেলেঘাটা আইডিতে বিক্ষোভ নার্সদের

কলকাতা ,২৫ মার্চ (হি স): কলকাতায় মরণ কামড় বসিয়েছে করোনা। আর করোনা র চিকিৎসার জন্য উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে।কিন্তু এই আতঙ্কের মাঝেই বেলেঘাটা আইডিতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার অভাবে প্রিন্সিপাল ও সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ নার্সদের।

নার্সদের অভিযোগ, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে হচ্ছে। আক্রান্ত রোগীদের অনেক কাছাকাছিও যেতে হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য পর্যাপ্ত মাস্ক, স্যানিটাইজার, বিশেষ রকমের পোশাক ও অন্যান্য নিরাপদ সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। এমনকি হাসপাতালের ক্যান্টিনে ঠিকমতো খাবার, জল ও মিলছে না।গণপরিবহন বন্ধ। কাজের শেষে বাড়ি ফেরার সময় রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অনেককেই। আর সেইসব কারণে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে নার্সরা।হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ও সুপারের অফিস ঘেরাও করে চলছে বিক্ষোভ।দাবি মানা না হলে কর্মবিরতির পথেও যেতে পারেন তাঁরা এমনটাই হুমকি দিচ্ছেন নার্সদের একাংশ।প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ নার্স বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বেলেঘাটা আইডিতে।

বাঁকুড়ায় অনাথ, ভিখারীদের খাবার তুলে দিয়ে মানবিকতার নজীর যুবকদের

বাঁকুড়া, ২৫ মার্চ (হি. স.) : লক ডাউন বলবৎ হতে সাধারন মানুষ গৃহবন্দী, যারা প্রয়োজনে বের হচ্ছেন তারা নিজ কাজ সারতে ব্যস্ত, দোকান পাট বন্ধ যার ফলে অশেষ দুর্ভোগে অনাথ ভিখারীদের।তাদের জুটছে না সামান্য খাবার টুকুও।এক কথায় অনাহারেই দিন কাটছে তাদের।এই অবস্থা দেখে তাদের খাবার জোটাতে ব্যস্ত বাঁকুড়ার লালবাজারের কয়েকজন যুবক।তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে চিড়ে, মুড়ি বিস্কুট সহ খাবার তাদের হাতে তুলে দেয়।তাদের এই মানসিকতাকে সাধুবাদ জানিয়ে বেশ কয়েকজন মানুষ তাদের পাশে দাড়াঁন।এই কর্মকান্ডের অন্যতম উদ্যোক্তা রুদ্রাক্ষ দত্ত জানান অনাথ ভিখারীদের অসহায় অবস্থা দেখে তাদের কিছু খাবারের ব্যবস্থা করি।গত দিন ধরে আমরা কয়েকজন লালবাজার, ষ্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, সতীঘাট, কেরানীবাঁধ, হাসপাতাল চত্বরে ঠাঁই নেওয়া ভিখারীদের কাছে খাবার পৌছে দিলাম।যত দিন লক ডাউন চলবে ততদিন আমরা এভাবেই খাবার তুলে দেব তাদের মুখে।

সংক্রমণ থামছেই না, চিনে করোনাভাইরাসে মৃত্যু বেড়ে ৩,২৮১

বেজিং, ২৫ মার্চ (হি.স.): পরিস্থিতি ধীরে ধীরে হাতের নাগালে এলেও, মৃত্যু ও সংক্রমণ থামছেই না। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যাটা ছিল ৩,২৭৭, বুধবারই তা বেড়ে দাঁড়াল ৩,২৮১-তে। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ জন। আরও ৪ জনের মৃত্যুর পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,২৮১-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১, ২১৮।বুধবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৪ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ৪৭ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩, ২৮১-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,২১৮।

ধরে উঠবস

পাচের পাতার পর

না। তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে কাজ না হলে আগামীদিনে লকডাউনকে সফল করতে আরও কড়া পদক্ষেপ নেবে পুলিশ"।

নিষ্ক্রিয় পুলিশ

তিনের পাতার পর

ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী সমগ্র দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, আগামী ২১ দিন যাতে সবাই নিজেকে ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখেন। অতি জরুরি কোনও কাজ ছাড়া যাতে কেউ বাড়ি বা ঘর থেকে বের না হন। এই ২১ দিন যদি দেশের সাধারণ মানুষ তা মেনে না চলেন তা হলে দেশ ২১ বছর পিছিয়ে পড়বে। প্রধানমন্ত্রীর এমন আহ্বানের পরও মানুষের মধ্যে এখনও সজাগতা আসেনি। বুধবার তা প্রমাণিত হয়েছে হাফলং শহরে।

আজ বেলা বাড়ার সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া বিধি অমান্য করে ব্যক্তিগত গাড়ি, স্কুটার, মটর সাইকেল নিয়ে হাফলঙের অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মানুষ বেরিয়ে পড়েছেন। চুটিয়ে তাঁরা শহরের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। এছাড়া বেশ কয়েকটি জায়গায় অটো রিকশা যাত্রী নিয়ে চলাচল করেছে। শহরের অনেক জায়গায় ছুটির আমেজে একত্রে জড়ো হয়ে অনেকে জমজমাট আড্ডাও মেরেছেন। অথচ সব কিছু সংগঠিত হয়েছে রাস্তায় টহলরত পুলিশের চোখের সামনে।

বীরভূমে

তিনের পাতার পর

যদি একান্তই কোন পরিবার অর্থের অভাবে খাদ্য জোগাড় করতে না পারে আমরা তবে সেই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াবো।

এছাড়া সচেতনতা বাড়াতে আমরা ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি।. যেসব গ্রামবাসী ইতিমধ্যে অন্য রাজ্য থেকে গ্রামে ফিরেছে তাদের হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে আসতে আমরা উদ্বুদ্ধ করছি। সকলের মিলিত প্রয়াসেই হয়তো আমরা জয়লাভ করবো।

কিন্তু অন্য দিকে বুধবার সকাল থেকেই উলট পুরান দেখা গেল জেলা সদর শহর সিউড়ি, সহ বোলপুর, রামপুরহাট মত বড় শহর গুলিতে।. জেলা সদরের টিন বাজারে সকাল থেকেই থিকথিক করছে মানুষের ভিড়। গায়ে গা লাগিয়ে হাজার খানেক মানুষ মহানন্দে বাজার করছে।. কেউ কেউ আবার বাজারের থলি দেখিয়ে পথে ঘাটে এই সুযোগে আড্ডা দিযে নিচ্ছে।. অনেকেই ওযুধ এর প্রেকশিপশন হাতে নিয়ে ঘুরছে পুলিশের চোখ রাঙানির হাত থেকে বাঁচতে।. সব্জি বাজারের ভিড় সামলাতে শেষমেষ জেলা পুলিশ কে লাঠিচার্জ করতে হয়। এই বিপুল পরিমান জন সমাগম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা।তাদের মতে, এতে করোনা সংক্রমণ রোখা যাবে না। উলটে আরও ছড়িয়ে পরবে।.

এই নিয়ে ডাঃ রতন দত্ত বলেন, এটা খুবই উদ্বেগের বিষয় যেখানে গ্রামের মানুষ এত সচেতন সেখানে শহরের মানুষ যদি এমন ভাবে বাজারে হামলে পরে তাহলে এই করোনা র সংক্রমণ চক্র চক্র ভাঙ্গা যাবে না।

মেজাজ ঝাড়গ্রামে

তিনের পাতার পর

।কিন্তু ঝাড়গ্রাম শহরের এক নম্বর ওয়ার্ডের কদনকানন এলাকার বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা এদিন মেতে ছিলেন স্থানীয় পুকুরে মাছ ধরতে এবং স্নান করতে।এলাকার মহিলা,পুরুষ,শিশু সহ প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন একই পুকুরে ছুটির মেজাজে মেতে ছিলেন।করোনা ভাইরাস নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই।তাদের বক্তব্য সরকার থেকে চাল আলু পাওয়া গেলেও সবজি এবং উনুন ধরানোর জন্য কেরোসিন কিনতে হচ্ছে।তাই পুকুরে মাছ ধরে তা বিক্রি করে যা টাকা মিলবে তা দিয়ে তারা আনাজ,সবজি কিনতে পারবেন। বুধবার ওই এলাকাতে গিয়ে দেখা গিয়েছে লক ডাউনের অন্তর্গত নিয়মাবলি তোয়াক্কা না করেই রীতমত উৎসবের মেজাজে চলছে দেদার মাছ ধরা,স্নান করা।সামিল করা হয়েছিল ছোটদেরও।জেলা সদরে এই চিত্র দেখে অনেকেই বিস্মিত। যেখানে শহর,জেলার ব্লক গুলিতে লক ডাউনের নিয়ম মেনে জমায়েত করতে দেওয়া হচ্ছে না সেখানে কদমকানের এই পড়াতে সেই সবের কোন বালাই নেই। স্বাস্থ্য সচেতনতার কোন প্রভাব এখানে নেই। এই বিষয়টি জানতে পরে ঝাড়গ্রাম পুরসভার প্রশাসক, ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক সুবর্ন রায় জানিয়েছে আমারা ওই এলাকায় গিয়ে মাইকিং করার পাশাপাশি,বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য বিধি বোঝানোর কর্মসুচি নিচ্ছি।

করোনার জেরে উঠল পাশ ফেল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি স): করনা আতঙ্কের জেরে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের একাধিক স্কুল কলেজ। করনা সংক্রমণ এড়াতে বর্তমানে কলকাতায় চলছে লকডাউন ফলে স্কুলে যেতে পারছেনা ছাত্রছাত্রীরা।আবার অনেক স্কুলে পরীক্ষা মাঝপথেই শেষ করে বন্ধ করে দেওয়া আছে স্কুল। আর তাই এবার নয়া সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গুলোর।প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের তুলে দেয়া হবে ক্লাসে।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন পরিচালিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্কুল গুলোর তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে পরীক্ষা দিয়েছে বা দিতে পারেনি, সব ধরনের পড়ুয়াদেরই পরবর্তী ক্লাসে তুলে দিতে বলা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়াদের পরবর্তী ক্লাসে তোলা হবে তাদের প্রত্যেক মাসে যে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তার ফলাফলের ভিত্তিতে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়াদের পরবর্তী ক্লাসে তোলা হবে যে বিষয়গুলিতে তারা পরীক্ষা দিতে পারেনি, সেই বিষয়গুলিতে ওয়েটেজ দিয়ে।প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে সমস্ত পড়ুয়ারা চূড়ান্ত পরীক্ষায় "ই" গ্রেড পেয়েছে তাদেরও পরবর্তী ক্লাসে তুলে দেওয়া হবে কোনও অতিরিক্ত বাছাই পরীক্ষা ছাড়া। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যেসমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শারীরিক কারণে পরীক্ষা দিতে পারিনি তাদেরও পরবর্তী ক্লাসে তুলে দেওয়া হবে।প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কশিট ই-মেইল মারফত অভিভাবকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সংক্রমণ বাড়ছেই, তামিলনাড়ুতে মৃত্যু করোনা আক্রান্ত রোগীর

মাদুরাই (তামিলনাড়ু), ২৫ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও ঠেকানো যাচ্ছে না সংক্রমণ। একইসঙ্গে বাড়ছে মৃত্যু। ভারতে ফের মৃত্যু হল করোনাভাইরাস আক্রান্ত একজন রোগীর। তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার রাজাজি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাস সংক্রমিত একজন রোগীর।

তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সি বিজয়ভাস্কর জানিয়েছেন, মাদুরাইয়ের রাজাজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন করোনা আক্রান্ত একজন রোগী, তার মৃত্যু হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, ভারতে বুধবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১১।

চলে গেলেন প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক নিমাই ঘোষ

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.)। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক নিমাই ঘোষ। বুধবার সকাল ১০.১০ নাগাদ নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, "বিশিষ্ট আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। আজ ৮৬ বছর বয়সে কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দু দশকের বেশি সময় ধরে তিনি বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে আলোকচিত্রী হিসাবে অসামান্য কাজের নজির রেখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্প্থদ্ধদ্ধঙ্গথ: প্প্দ্রদ্ধদ্রুন্ল্ দ্র ছথথ্ঠথদ্ধঠ টুত্থা. 'পদ্মশ্রী' সহ বহু সম্মানে ভূষিত নিমাই ঘোষের প্রয়াণে ফটোগ্রাফি জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি নিমাই ঘোষের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।"

বুধবারই দুপুরে কেওড়াতলা মহাশ্মশান শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে তাঁর। বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্য জনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন তিনি। তবুও ছবি তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুদিন আগেও তাঁর মৃত্যুর ভুয়ো খবর কানে এসেছিল। তখন প্রখ্যাত ফোটোগ্রাফার মজা করে বলেছিলেন, "ভালই হল। আমি চলে গেলে কী হতে চলেছে দেখে নেওয়া গেল একবার।

বাগান

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় এলাকার বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যেতে পারে লকডাউন ঘোষণা করার পর এই প্রথম জনগণের সঙ্গে মত বিনিম করলেন প্রধানন্ত্রী। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে আগামী ২১ দিনের জন্য গোটা দেশে লকডাউন জারি হয়েছে। করোনার সংক্রামন চক্র রুখতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

যায়নি। পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে নেতাজীনগর রোডের ক্ষিতিশ দেবনাথের ভাঙ্গাচোরার সামগ্রীর দোকানে মুদি দোকানের মালিক নরেশ সাহা নেশা জাতীয় সামগ্রী মজুত রেখে বিক্রি করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ক্ষিতিশ দেবনাথের ভাঙ্গাচোরার সামগ্রীর দোকানে তল্লাসী চালিয়ে ১৬০ বোতল এসকফ উদ্ধার করেছে। আটক করা হয় ক্ষিতিশ দেবনাথকেও। ততক্ষণে নরেশ সাহা দোকন বন্ধ করে গা ঢাকা দেয়।

ভারতীয় নাগরিক

আটের পাতার পর

তেহরান থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে ফেরার পর, দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ২৭৭ জন ভারতীয় নাগরিককে নিয়ে যাওয়া হয় রাজস্থানের যোধপুর বিমানবন্দরে। প্রতিরক্ষা (যোধপুর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, ২৭৭ জন ভারতীয় নাগরিক যোধপুর বিমানবন্দরে আসার পর বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং করা হয়, তারপর তাদের যোধপুর মিলিটারি স্টেশনে সেনাবাহিনীর ওয়েলনেস ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে যাওয়া। সেখানেই তাঁদের পর্যবেক্ষনে রাখা হবে।

কম্পাঙ্ক ৭.৫

আটের পাতার পর

হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, বুধবার ৭.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় রাশিয়ার কুরিল দ্বীপে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল জাপানের শহর সাপ্পোরো থেকে ১,৪০০ কিলোমিটার দূরে, ভূপৃষ্ঠের ৫৯ কিলোমিটার গভীরে।

বেড়ে ৩৮

আটের পাতার পর

বুধবার সকালে গুজরাটের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বাস্থ্য) জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, গুজরাটে নতুন করে আরও ৩ জন মারণ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। নতুন করে ৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮-এ গিয়ে ঠেকেছে। জয়ন্তী রবি জানিয়েছেন, বুধবার সকালে আহমেদাবাদ, সুরাট এবং ভাদোদরায় একজন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সংক্রমিত ৩ জনের মধ্যে একজন দুবাই থেকে ফিরেছিলেন, বাকি দু"জনের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ফেরার বিষয়ে জানা যায়নি।

আপডেট : সংক্রমণ বাড়ছেই, তামিলনাড়ুতে মৃত্যু বছর ৫৪-র করোনা আক্রান্ত রোগীর

মাদুরাই (তামিলনাড়ু), ২৫ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও ঠেকানো যাচ্ছে না সংক্রমণ। একইসঙ্গে বাড়ছে মৃত্যু। ভারতে ফের মৃত্যু হল করোনাভাইরাস আক্রান্ত একজন রোগীর। তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার রাজাজি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাস সংক্রমিত একজন রোগীর। মৃত রোগীর বয়স ৫৪ বছর। তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সি বিজয়ভাস্কর টুইট জানিয়েছেন, "আমাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাদুরাইয়ের রাজাজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্ত একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন তিনি।" প্রসঙ্গত, ভারতে বুধবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১১। এদিকে, তামিলনাড়ুতে করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ১৮।

করোনা-রুখতে লকডাউন সাময়িকের জন্য পরিষেবা স্থগিত রাখল ফ্লিপকার্ট

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.): দেশ ও দেশবাসীকে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে, আগামী ২১ দিনের জন্য দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২১ দিন দেশবাসীকে গৃহবন্দি থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা হওয়ায় এবার সাময়িকের জন্য পরিষেবা স্থগিত রাখল ই-কমার্স বাণিজ্যিক ওয়েবসাইট ফ্লিপকার্ট।

ফ্লিপকার্ট-এর পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, সমস্ত দেশবাসীকে অবগত করা হচ্ছে, সাময়িকের জন্য আমাদের পরিষেবা আমরা বন্ধ রেখেছি। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে ফ্লিপকার্ট-এর পক্ষ থেকেও দেশবাসীকে ঘরে থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। ফ্লিপকার্ট-এর অনুরোধ, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ ঘরে থাকুন!

কোভিড-১৯ : আরও ৫ জন আক্রান্ত, মহারাষ্ট্রে সংক্রমিত বেড়ে ১১২

মুম্বই, ২৫ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৫ জন। নতুন করে ৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১১২-তে পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত ৫ জন একই পরিবারের সদস্য, তাঁরা মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার ইসলামপুরের বাসিন্দা।

বুধবার মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১১২ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সাংলি জেলায় মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন একই পরিবারের ৫ জন সদস্য।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জীবাণুনাশক স্প্রে করবে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.): যতদিন এমন পরিস্থিতি চলবে ততদিন স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করার কাজ চালানো হবে। বুধবার এমনটাই জানালেন কলকাতা পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার।

এদিন সকাল থেকেই মঙ্গলবারের মতই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যাধুনিক স্প্রে মেশিন দ্বারা জীবাণুমুক্ত করার কাজ চলছে।কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে দুটি মেশিন সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে শহরের হাসপাতাল ও রাস্তায়। কালীঘাট, সার্দান অ্যাভিনিউ, ধর্মতলা, বাঙ্গুর হাসপাতাল, আইডি হাসপাতাল, রাসবিহারী, গোলপার্ক সহ একাধিক জায়গায় অত্যাধুনিক মেশিন এর মাধ্যমে স্প্রে করার কাজ চলছে। যতদিন না পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয় বা যতদিন কার্ফু থাকছে ততদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে কলকাতা পুরসভার এই ধরনের দশটি গাড়ি কাজ চালাবে।রাস্তায় নেমে পুরো কাজটি পরিচালনা করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার। দেবব্রতবাবু জানিয়েছেন, যতদিন এমন পরিস্থিতি চলবে ততদিন এই ধরনের স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করার কাজ চালানো হবে। হাসপাতালে ভিতরে ছোট স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে স্প্রে করা হবে। রাস্তায় গাড়ি দিয়ে সেই কাজ চলবে।জলের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশিয়ে স্প্রে করা হচ্ছে যাতে জীবানু নাশ করা সম্ভব হয়।

স্বাস্থ্যসচিব

● প্রথম পাতার পর

সকলকে ভরতি করা হয় আইসোলেশন ওয়ার্ডে। তাঁদের সকলের শারীরিক প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু অভিভাবক ব্যক্তিটির নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে করোনা ভাইরাসের অবস্থিতি ধরা পড়ে। তার পর আরও নিশ্চিত হতে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষার জন্য সেম্পল পাঠানো হয় অসমের গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথাংলিয়ানা জানান, আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের অন্য সকল সদস্যকে কোয়েরান্টাইনে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, এখানে এসে যাঁদের সঙ্গে তাঁরা মিলিত হয়েছেন এবং তিনি যে যে বিমানে করে রাজ্যে এসেছেন তাঁদের খুঁজে বের করতে পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৬ জনের সেম্পল সংগ্রহ করে পরীক্ষা চলছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এদিকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. রমেন তালুদকারের সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, খবর সর্বৈব সত্য। মিজোরামের ওই বাসিন্দার শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। প্রথমে মিজোরামের জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় সেম্পল পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে রেজাল্ট পজিটিভ ধরা পড়লে ২৩ মার্চ রাত প্রায় ১১:০০টা নাগাদ আক্রান্ত ব্যক্তির নমুনা গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এখানে আইসিএমআর-এর দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায়ও কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে, জানান ডা. তালুকদার।

এডি নগরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মার্চ।। রাজধানীর এডিনগর থানাধীন নাগেরজলা এলাকায় গতকাল গভীর রাতে একটি দোকানের তালা ভেঙ্গে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংগঠিত করেছে চোরের দল। মানস কুমার দেব নামে দোকানের মালিক জানান, খাতা, কলম, গিফট আইটেম সহ বেশ কিছু জিনিষপত্র নিয়ে গেছে চোরেরা। দোকানের ভিতর থেকে ফ্রীজটি বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। তবে, সফল হয়নি। দোকান মালিক অভিযোগ করেছেন পুলিশ টহলে না থাকার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে। এর আগেও ওই এলাকায় দোকানপাটে বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় পুলিশী পাহাড়া ও টহলদারী বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকার ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

ত্রিপুরা সরকার
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

জরুরী আবেদন

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অতিমারি করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের কারণে স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের বিষয়গুলি আজ একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ তথা আমাদের এই রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বিগত কয়েকদিন ধরে এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে যে রাজ্যের বাজারগুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুত স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও, এক শ্রেনীর ক্রেতাদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভবিষ্যৎ সংকটের আশঙ্কায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় ও মজুতের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতার কারনে এক কৃত্রিম সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যা এই পরিস্থিতিতে একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশব্যাপী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান ও পরিবহনের বিষয়টি ভারত সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে জারী করা সকল প্রকার বিধি নিষেধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। তাই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভবিষ্যত সংকটের আশঙ্কা অমূলক, বরং জনসাধারনের মনে এই ধরনের আশঙ্কাজনিত অস্বাভাবিক ক্রয়ের কারনে বাজারের ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং একাংশ মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী তার সুযোগ গ্রহনে তৎপর হবে যা মোটেও কাঙ্খিত নয়। এই ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার আইনগতভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

এই প্রেক্ষাপটে, রাজ্যের সকল পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে এই আবেদন রাখা হচ্ছে যে তারা যেন এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনমূলক কোন কাজে লিপ্ত না থাকেন এবং এই ব্যাপারে রাজ্যবাসীকে ও রাজ্য সরকারকে সর্বোতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। অন্যথায় সরকার কঠোরভাবে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করতে পিছুপা হবে না। অত্যুৎসাহী নাগরিকদের একাংশ যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিত্যপণ্য মজুত করতে চান, তাদের অনুরোধক্রমে এই ধরনের হুজুগেপনা থেকে বিরত থাকতে ব্যবসায়ীবন্ধুদেরও উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পাশাপাশি রাজ্যের সকল জনগণের কাছে এই আবেদন থাকবে যে তারা যেন কেবলমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন এবং ভবিষ্যত সংকটের আশঙ্কায় অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী মজুতকরন থেকে বিরত থাকেন এবং বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকারকে সম্পূর্নভাবে সহযোগিতা করেন।

খাদ্য,জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

ICA/D-1961/2019-20

লকডাউনে অস্বস্তিতে ময়দানের দুই তারকা ফুটবলার

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি স): ওঁদের কেউ ঘরে ফিরতেই পারেননি। পরিবার নিয়ে উদ্বিগ্ন। কেউ মোবাইলে ভিডিও কলে কথা বলছেন বারবার। কেউ আবার বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার জন্য ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলছেন না। গোটা দেশ লকডাউন।. আই লিগ স্থগিত হয়ে গিয়েছে। দুই প্রধানের বিদেশিরা কলকাতাতে থাকলেও স্বদেশিদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।. অনেকেই আবার রয়েছেন কলকাতায়।. তাঁদের হাল কী? কীভাবে সময় কাটাচ্ছেন তাঁরা?

মোহনবাগানের ডিফেন্ডার আশুতোষ মেহতা পরিবার নিয়ে উদ্বিগ্ন।. মুম্বই ফিরতে পারেননি। কলকাতাতেই আছেন।. তাঁর নিজের কথায়, ”কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। মুম্বইয়ের অবস্থা আরও খারাপ।. বাড়ির লোকের জন্য চিন্তা হচ্ছে।পরিবারের সবাইকে বলেছি, বাড়ি থেকে একদম বেরোবে না।” এখন আই লিগে ম্যাচের ভিডিও দেখছেন আশুতোষ।. কোথায় ভুল করেছেন ভিডিও দেখে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।. সিনেমা দেখছেন। তাঁর কথায়, “প্র্যাকটিস ছাড়া থাকতে পারি না।. বাড়িতেই হালকা গা ঘামাচ্ছি। ট্রেনিং করার কিছু যন্ত্র আমার রয়েছে।. সেগুলো কাজে লাগাচ্ছি।. ”

মোহনবাগানেনের লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের আর এক সদস্য শেখ সাহিল। তিনি মাছ ধরে অবসর সময় কাটাচ্ছিলেন।. করোনার জন্য লকডাউন হওয়ার পর সেটাও বন্ধ।. তাই মন খারাপ। সাহি ল বলেন, ”অবসরে মাছ ধরা আমার নেশা।. কিন্তু লকডাউনের পর বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছি।. পরিবারের সঙ্গেই রয়েছি। হালকা ট্রেনিং করছি।.

করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় পর্তুগালের হাসপাতাগুলিতে অর্থসাহায্যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর

লিসবন, ২৫ মার্চ(হি. স.) : বিশ্ব মহামারী নোভেল করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় পর্তুগালের হাসপাতাগুলিতে অর্থসাহায্যে এগিয়ে এলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। লিওনেল মেসি, পেপ গুয়ার্দিওলার পর সংকটের সময়ে রোনাল্ডোর এই অর্থসাহায্য যথেষ্টই প্রশংসার দাবি রাখে। পর্তুগিজ তারকা ও তাঁর এজেন্ট পর্তুগালের একাধিক হাসপাতাল জীবনদায়ী সরঞ্জাম কেনার জন্য ১.০৮ মিলিয়ন অর্থ দান করেছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজধানী লিসবন শহরের সান্তা মারিয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে রোনাল্ডোকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ওই হাসপাতালের দু’টি ওয়ার্ডে ১০টি আইসোলেশন বেড, ভেন্টিলেটর, হার্ট মনিটর সহ একাধিক সরঞ্জাম প্রদান করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো ও তাঁর এজেন্ট জর্জ মেন্ডেজ। এছাড়া দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর পোর্তোর সান্তো অ্যান্তোনিও হাসপাতালে ১৫টি ইন্টেনসিভ কেয়ার বেড, প্রয়োজনীয় ভেন্টলেটর, মনিটর ও অন্যান্য সরঞ্জাম প্রদান করেছেন জুভেন্তাস তারকা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘এমন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা রোনাল্ডো ও মেন্ডেজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই মুহূর্তে সরঞ্জামগুলোর প্রয়োজনীয়তা অসীম।’ ইতিমধ্যেই পর্তুগালে করেনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৩০০ ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ৩৩। সংকটে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। সংকট এড়াতে চিন থেকে সম্প্রতি ৫০০ ভেন্টিলেটর এবং ৪ মিলিয়ন মাস্ক আনিয়েছে পর্তুগাল।

ASSISTANT DEFENCE ESTATES OFFICE, AGARTALA
Lichubagan By Pass Road, P.O. Shalbagan, Agartala-12
Phone No. 0381-2397119, E-Mail : adeoagar-stats@nic.in
NOTICE INVITING TENDER

In reference to the notice No. ADM/AGAR/234/HRG/EQPMT/09 dated 02.03.2020 published on 04.03.2020 by the Assistant Defence Estates Office, Agartala on behalf of the President of India inviting Quotataion to provide basis it is notified the the last date of submitting submitting Quotations is hereby extended till 1600 hours on 13.04.2020 and will be opened on the same day at 1700 hours in the office of ADRO, Agartala.
Dated : 23.03.2020
NO. ADM/AGAR/119234/HRG/EQOMT/13

ASSTT DEFENCE ESTAES OFFICER
AGARTALA

PNIeT No : -17/EE/DWS/AGT-II/2019-20

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector 15.00 Hrs on 30.04.2020 for the work as detailed below:-

Sl.No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
01	DNIeT No.25/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20.(2nd Call)	Rs. 8,18,874.00	Rs.8,189.00	180 days
02	DNIeT No. 70/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20	Rs. 10,62,384.00	Rs. 10,624.00	180 days
03	DNIeT No. 71/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20	Rs. 12,50,771.00	Rs. 12,508.00	180 days
04	DNIeT No. 72/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20	Rs. 15,31,205.00	Rs. 15,312.00	365 days
05	DNIeT No. [illegible]3/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20	Rs. 6,85,850.00	Rs. 6,859.00	18[illegible] days

Last date and time for document downloading and bidding up to up to 15.00 Hrs on 30.04.2020 and Time and date of opening of bid at 16:00 Hrs on 30.04.2020. (if possible)
Notes:-For more details kindly visit: www.tripuratenders.gov.in or office of the undersigned.
For avtzt ow behalf of the Governor of Tripura

(Er. A. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Agt-II, Agartala

ICA/C-2994/2019-20

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটেনে রাজকুমার প্রিন্স চার্লস

লন্ডন, ২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাসের থাবা এবার ব্রিটেনের রাজ পরিবারে। এবার আক্রান্ত হলে ব্রিটেনে রাজকুমার প্রিন্স চার্লস। তাঁর রিপোর্টে এই ভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে।

আগেও ব্রিটেনে অনেকের শরীরে এই ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। তবে এবার করোনার থাবা খোদ রাজ পরিবারে।রাজ পরিবারের তরফ থেকে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ৭১ বছর বয়সী চার্লসের খুব সামান্য কিছু লক্ষণ দেখা গিয়েছে। তবে আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো আছে বলে জানা গিয়েছে।গত কয়েকদিন আগেও হ্যান্ডশেক এড়িয়ে নমস্তে করতে দেখা গিয়েছে প্রিন্স চার্লসকে। তা সত্বেও এই রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ক্যামিলাকেই পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে তাঁর শরীরে কোনও সংক্রমণ ধরা পড়েনি। যদিও তাঁরা দু'জনেই এখন বারমোলে আইসোলেশনে রয়েছেন। গত কয়েকদিন প্রিন্স বাড়ি থেকে কাজ করছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে কার থেকে তাঁর এই সংক্রমণ হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ কাজের সূত্রে বহু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন তিনি।ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত ৪২২ জনের মৃত্যু হয়েছে এই ভাইরাসে। এর আগে মোনাকোর প্রিন্স অ্যালবার্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। তিনিও করোনা আক্রান্ত। তাঁর থেকে এই সংক্রমণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৫

ভোপাল, ২৫ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে করোনাভাইরাসে নতুন করে বুধবার আক্রান্ত ছয়। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচ জনকে ইন্দোরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বাকি একজন কে ভোপালের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই ইন্দোর ও উজ্জয়নিতে কার্ফু জারি করা হয়েছে। ইন্দোরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রবীণ জাদিয়া জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচ জনের বিদেশের থেকে আসার কোনো ট্রেভেল হিস্টোরি নেই। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থা স্থিতিশীল।

উল্লেখ করা যেতে পারে করোনা মোকাবিলা করাই যে বড় চ্যালেঞ্জ তা আগেই মেনে নিয়েছিলেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বর্তমানে গোটা দেশে ২১ দিনের লক ডাউন চলছে।

টেবিল উধাও, দূরত্ব বজায় রেখেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে দূরত্ব বজায় রাখুন, সর্বদা দেশবাসীর কাছে এই অনুরোধই রাখছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জাতির উদ্দেশে ভাষণে বারবার দূরত্ব বজায় রাখার অনুরোধ করেছেন ১৩০ কোটি দেশবাসীর কাছে।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার কুরিল দ্বীপ, কম্পাঙ্ক ৭.৫

মস্কো, ২৫ মার্চ (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়ার কুরিল দ্বীপ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৫। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্বেও, ক্ষয়ক্ষতি অথবা

ছয়ের পাতায় দেখুন

লকডাউন : ভীত নয়, সচেতন হোন, গুজব ছড়ালে ব্যবস্থা, ২ মাসের পণ্য সামগ্রী মজুত রয়েছে হাইলাকান্দিতে, বলেছেন জেলাশাসক

হাইলাকান্দি, অসম, ২৫ মার্চ (হি.স.) : বিশ্বব্যাপী বিস্তারিত নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে মঙ্গলবার ২৪ মার্চ মধ্যরাত থেকে গোটা ভারতে ২১ দিন অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন সপ্তাহ লকডাউনের কথা মাথায় রেখে আপৎকলীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গোটা রাজ্যের সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়েছে দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন।

বুধবার হাইলাকান্দির জেলাশাসক কীর্তি জল্লি (আইএএস) তাঁর জেলায় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কেমন প্রস্তুতি নিয়েছেন তার খতিয়ান দিয়েছেন। তিনি জানান, হাইলাকান্দিতে আগামী দুই মাসের অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী মজুত রয়েছে। এ জন্য নাগরিককুলকে দুর্ভাবনা করতে বারণ করেছেন জেলাশাসক। তাছাড়া নোভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ যাতে না ছড়ায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বলবৎ ২১ দিনের লকডাউন সর্বস্তরের মানুষকে মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে জারিকৃত লকডাউনের সময়কালে নিজের ও দশের প্রাণ বাঁচাতে জেলার সকলকে তাঁদের নিজের নিজের ঘরের ভিতরে থাকার আর্জি জানিয়েছেন জেলাশাসক।

তিনি বলেন, 'লকডাউন হয়েছে, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। জেলাবাসী সকলেই সমস্ত অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী নিয়মিত পেয়ে যাবেন। আমরা অন্তত দু-মাসের অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী মজুত করে রেখেছি। কোনও সমস্যা হলে আমরা পাশে আছি। এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।'

বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, শ্রমিক শ্রেণি থেকে সর্বস্তরের মানুষ যাতে সরকারের নীতি নিয়মগুলো মেনে চলেন তার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

জেলাবাসীকে আশ্বাস দিয়ে জেলাশাসক বলেন, বিকল্প ব্যবস্থা ভেবে রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষ অত্যাবশ্যক পণ্য সামগ্রী কিনতে মুদির দোকানে পায়ে হেঁটে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি কোনও ধর্মীয় স্থান যেমন মন্দির, মসজিদ, গির্জায় না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশের সঙ্গে অসমেও পুরোপুরি লকডাউন চলছে। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ভারতে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এর আগে অসম সরকার মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করেছিল। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর এর মেয়াদ বেড়ে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত হয়েছে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রত্যেকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে খাদ্য সামগ্রীর অভাব হবে এমন কোনও ধরনের গুজব যাতে না ছড়ায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ মাস্ক বাজেয়াপ্ত মহারাষ্ট্রে

মুম্বাই, ২৫ মার্চ (হি. স.): অত্যাবশ্যক পণ্যের কালোবাজারি রোখার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য পেল পুলিশের। বুধবার প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে বাণিজ্যনগরী মুম্বাইয়ের এক গুদামে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে চার লাখ মাস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজারে এর আনুমানিক মূল্য এক কোটি টাকা।

মঙ্গলবার রাতে ভাইল পারলে থানার পুলিশ জানতে পারে শাহ ওয়ারহাউজ এন্ড ট্রান্সপোর্ট এর গুদামে বিপুল পরিমাণ মাস্ক বেআইনি ভাবে জরো করে রাখা হয়েছে। খবর পেয়েই সেখানে গিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ২০০ বাক্সের মধ্যে থাকা চার লাখ মাস্ক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার না হলেও গুদামের মালিক, এজেন্ট , সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মঞ্জুনাথ সিংহে জানিয়েছেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে সোমবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে ২৫ লাখ মাক্সক্স বাজেয়াপ্ত করে মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বাজারে এর আনুমানিক মূল্য ১৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ঢাকা, ২৫ মার্চ(হি. স.) : বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫ জন। মোট আক্রান্ত ৩৯ জন। কয়েকজন সুস্থ হয়েছেন। জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আর কারও দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়নি। ফলে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সরকারি হিসাবে এখন ৩৯ জন। সর্বশেষ যিনি করোনায় মারা গেছেন তিনি বিদেশ থেকে আসা এক রোগীর পরিবারের সদস্য। মৃত ব্যক্তি একজন পুরুষ এবং বয়স ৬৫ বছর। তার ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন ছিল। ঢাকায় কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে রাখা হয়েছিল তাঁকে।সরকার নতুন করে করোনা সংক্রমণ হয়নি বললেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু) জানিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ প্রবল হতে পারে।

অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহে অব্যাহত থাকবে দিল্লিতে : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে দিল্লিতে কোনোভাবেই অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হবে না। বুধবার উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজালকে পাশে বসিয়ে রাজধানীবাসীকে আশ্বস্ত করে এই কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশাপাশি জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের দিল্লি সরকারের তরফ থেকে ই-পাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী লকডাউন এর ঘোষণা করার পর মানুষ ভয় পেয়ে কেনাকাটা করছে। রাজধানীবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দিল্লিতে অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহ কোনভাবেই বিঘ্নিত হবে না। জনগণের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর কাতর আবেদন, ভয় পেয়ে কেনাকাটা করবেন না। খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যক পণ্যের কোন অভাব দিল্লিতে হবে না। সবজি, দুধ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য জনগণের কাছে সরবরাহ করার জন্য রাজ্য প্রশাসন দায়বদ্ধ। জরুরি পরিষেবা সঙ্গে যুক্ত যেরকম স্বাস্থ্য, সংবাদমাধ্যম, দুগ্ধ প্রকল্প, মুদি দোকান, মাক্স স্যানিটাইজার তৈরির কারখানার কর্মীদের রাস্তায় বেরিয়ে যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে ইপাস সরবরাহ করা হবে। ঐক্যবদ্ধ ভাবে ও জনগণের সহযোগিতায় করোনা মোকাবিলা করা যে সম্ভব, তা মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে উপরাজ্যপালের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথাগুলো বলেন তিনি।

মহারাষ্ট্র করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১২২

মুম্বাই, ২৫ মার্চ (হি. স.): মহারাষ্ট্রে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ছয়জনের শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমন ছড়িয়েছে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত ১২২। এই ছয় জনের মধ্যে পাঁচ জন মুম্বাইয়ের বাসিন্দা এবং একজন থানের।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন সকলের দিকে মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১২। দুপুরের দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৬। বিকেলের দিকে সংখ্যাটা গিয়ে ঠেকে ১২২। গোটা দেশে করোনা য় আক্রান্তের সংখ্যা র নিরিখে একেবারে সামনের দিকে রয়েছে মহারাষ্ট্র। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে গোটা দেশে ২১ দিনের লক ডাউন শুরু হয়েছে। সোশ্যাল আইসোলেশন উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

আপডেট : সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত কাবুলের শিখ গুরুদ্বার, মৃত্যু ২৭ জনের

কাবুল, ২৫ মার্চ (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। এবার কাবুলে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হল শিখ গুরুদ্বার। কাবুল শহরের পিডি১-এর অন্তর্গত শোরবাজার এলাকায় শিখ গুরুদ্বারে "আত্মঘাতী মানব বোমা" হামলা ও বন্দুকবাজদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্ততপক্ষে ২৭ জন। এছাড়াও ১০ জনেরও বেশি জখম হয়েছেন।

আফগান সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৪ জন সন্ত্রাসবাদী। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার সকাল ৭.৪৫ মিনিট নাগাদ শিখ গুরুদ্বারে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। আভ্যন্তরীন মন্ত্রকের মুখপাত্র তারিক আরিয়ান জানিয়েছেন, সকাল ৭.৪৫ মিনিট নাগাদ জোরালো শব্দে কেঁপে ওঠে শোরবাজার এলাকা।

এরপর সন্ত্রাসীরা গুলিও চালাতে থাকে।

প্রায় ৬ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে গুলির লড়াই। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জন সন্ত্রাসবাদীর। এমপি নরেন্দ্র সিং খালিসা জানিয়েছেন, জঙ্গিরা যখন হামলা চালায় তখন কমপক্ষে ১৫০ জন ধর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৭ জন সাধারণ নাগরিকের। জখম হয়েছেন ১০ জনের বেশি মানুষ।

গুজরাটে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৮

গান্ধীনগর, ২৫ মার্চ (হি. স) : নতুন করে গুজরাটে করোনায় আক্রান্ত আরও তিন। সব মিলিয়ে এ রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩৮। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই তথ্য তুলে ধরলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জয়ন্তী রাভি।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন , আরো তিনজন আক্রান্ত হয়েছে এ রাজ্যে। ফলে সব মিলিয়ে চিনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮। হোম কোয়ারেন্টাইন ভেঙে রাস্তায় বেরোনোর জন্য ১৪৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। করোনা মুকাবিলায় আরো চারটি হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখার কাজ চলছে। আমেদাবাদ, রাজকোট, সুরাট, ভদোদরা য় করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য চারজন আধিকরিককে নিযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে চীনা ভাইরাসে এখনও পর্যন্ত ৫৬২ জন গোটা দেশে আক্রান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছে ন।

ভারতে উৎপাদন বন্ধ করল চিনা মোবাইল সংস্থাগুলি

নয়ডা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনের জেরে ভারতে উৎপাদন বন্ধ করল চিনা মোবাইল সংস্থাগুলি। চিনের কোম্পানিগুলি জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত গ্রেটার নয়ডা কারখানায় উৎপাদন বন্ধ থাকবে। বুধবার মধ্যরাত থেকে গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় ২১ দিন দেশবাসীকে ঘরের মধ্যে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মোবাইল সংস্থা ওপোর-র মুখপাত্র জানিয়েছেন, "সরকারের নির্দেশ পেয়ে গ্রেটার নয়ডার কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়েছে। এছাড়াও কোম্পানির কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ নেওয়া হয়েছে।" ভিভো-এর তরফ থেকে সব কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভিভো-এর তরফ থেকে জানিযেছে, "কোম্পানির সব কর্মীদের দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরে যাত্রা না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজ করতে বলা হয়েছে।" একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ পাওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিয়েলমি।

তাঁবু থেকে বেরোলেন রামলালা, অধিষ্ঠিত হলেন অস্থায়ী ভবনের রুপোর সিংহাসনে

অযোধ্যা, ২৫ মার্চ (হি.স.): রাম মন্দির নির্মাণ হতে এখনও বহু সময় বাকি, রাম মন্দির নির্মাণ হওয়া পর্যন্ত, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি চত্বরে অবস্থিত মানস ভবনের কাছে অস্থায়ী ভবনে অধিষ্ঠিত করা হল রামলালাকে। অস্থায়ী ভবনে রুপোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে রামলালাকে। বুধবার সকালে ব্রহ্ম মুহূর্তে শ্রীরামলালা ধার্মিক বিধির সঙ্গে রুপোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে রামলালাকে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের ট্রাস্টিদের উপস্থিতিতে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে তাঁবু থেকে রামলালাকে বের করে অস্থায়ী ভবনে রুপোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়াও রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ট্রাস্টের হাতে ১১ লক্ষ টাকার চেক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মন্দির নির্মাণ হওয়া পর্যন্ত, নিজের ভাইদের সঙ্গে রাম জন্মভূমি চত্বরে অবস্থিত মানস ভবনের কাছে অস্থায়ী ভবনেই থাকবেন রামলালা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রাম ত্রিপল থেকে নতুন আসনে বিরাজমান।...শ্রী রাম জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণের যে স্বপ্ন আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের শ্রদ্ধেয় সাধুগন দেখেছিলেন, ওই স্বপ্নের সূচনা চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে সম্পন্ন হয়েছে। একইসঙ্গে দ্বিতীয় পর্বে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামের মন্দির নির্মাণের তিথিও আজ থেকেই শুরু হয়েছে।

এদিনের পবিত্রক্ষনে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের অধ্যক্ষ মনিরাম দাস শিবিরের উত্তরাধিকারী মহন্ত কমল নয়ন দাস শাস্ত্রী, দিগম্বর আখড়ার মহন্ত সুরেশ দাস, শ্রী রাম জন্মভূমি পরিসরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস, ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রী রামলালার পূজার্চনার পর গোরক্ষপুরের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

করোনা আতঙ্কের জেরে পিছিয়ে গেল জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জির কাজ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি. স.) : করোনা আতঙ্কের জেরে মঙ্গলবারই দেশজুড়ে ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার জেরে পিছিয়ে গেল জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জির কাজ। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এনপিআর-এর কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা পুরো প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করার ফলে আপাতত কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। এনপিআর-এর পাশাপাশি কাজ বন্ধ হচ্ছে জনগণনার প্রথম পর্যায়ও। আদমশুমারি এবং এনপিআর একসঙ্গে হওয়ার কথা ছিল। আপাতত কোনওটাই হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "করোনা থেকে বাঁচতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য অবশ্যই দেশকে আর্থিক মূল্য দিতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক ভারতীয়র জীবন বাঁচানো এই সময় বেশি দরকার। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করছি, এই সময় যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন। বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা সংক্রমণ রোখার জন্য কমপক্ষে ২১ দিন দরকার। সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত।" প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাই, খানিকটা বাধ্য হয়েই এই এনপিআর এবং জনগণনা বন্ধের সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। উল্লেখ্য দীর্ঘ বিতর্ক এবং বিরোধীদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই এপ্রিল থেকে এনপিআর-এর কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ছিল কেন্দ্র।

'আয়ুষ্মান ভারত' বাংলায় চালু করার দাবি বিজেপি-র দুই সাংসদের

কলকাতা, ২৫ মার্চ (হি. স.) করোনা-মোকাবিলায় 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে অবিলম্বে বাংলার যোগদানের প্রয়োজনীতার পক্ষে সওয়াল করলেন বিজেপি-র দুই শীর্ষ বাঙালি নেতা।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত'-কে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকরী হতে দেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকার যেহেতু নিজেই 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প চালাচ্ছে, সে হেতু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আর প্রয়োজন নেই বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই জানিয়েছিলেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের যে কার্ড পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বিলি করার চেষ্টা করেছিল কেন্দ্র, তৃণমূলের বাধায় তা-ও সফল হয়নি।

রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তিনি লিখেছেন এটা ব্যক্তিগত দম্ভ দেখানোর সময় নয়। স্বাস্থ্যের এই জরুরি অবস্থায় রাজ্যে 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করা হোক। এই টুইট তিনি যুক্ত করেছেন নরেন্দ্র মোদী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবুল সুপ্রিয় টুইটারে। অন্যদিকে, মোদী সরকারের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এ নিয়ে ঝাঁঝালো কথা টুইটারে লিখলেন। টুইটে তিনি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে ওই প্রকল্পে এখনও শামিল হল না পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাবুল।

মহারাষ্ট্র-এ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১৬

মুম্বাই, ২৫ মার্চ (হি. স) : করোনায় মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১১৬। বুধবার সকালে এ রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১২। বেলা যত গড়িয়েছে ততো বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আরও চারজনের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে প্রশাসনের রক্তচাপ বাড়িয়ে মহারাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৬ তে।

নতুন করে যে চারজনের শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে। তাদের মুম্বাইয়ের কস্তুরবা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে আগেই মহারাষ্ট্রের মুম্বাই ও একাধিক অঞ্চল লকডাউন করে দিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। মঙ্গলবার রাতে করোনা রোধে গোটা ভারতে লোক ডাউনের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ২১ দিন বাড়ি থেকে না বেরোনোর জন্য দেশবাসীর কাছে একান্ত অনুরোধ করেন তিনি।

অবশেষে স্বস্তি! তেহরান থেকে দেশে ফিরলেন ২৭৭ জন ভারতীয় নাগরিক

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের হানায় ত্রস্ত ইরান। ইরানে ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২,০০০-এ পৌঁছে গিয়েছে। করোনা-বিধ্বস্ত ইরান থেকে ভারতে ফিরলেন ২৭৭ জন ভারতীয় নাগরিক। ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ২৭৭ জন ভারতীয় নাগরিককে নিয়ে বুধবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে মহান এয়ার ফ্লাইট।

ছয়ের পাতায় দেখুন

২১ দিনের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল ফ্লিপকার্ট

মুম্বাই, ২৫ মার্চ(হি. স.) : করোনাভাইরাসের মোকাবিলরা জন্য গোটা দেশে ২১ দিনের লকডাউনের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার ২১ দিনের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল ফ্লিপকার্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট ও অ্যাপে ইতিমধ্যেই এই খবর জানিয়ে দিয়েছে জনপ্রিয় ই-কমার্স কোম্পানিটি।

আগামী তিন সপ্তাহ অনলাইন অর্ডার ও ডেলিভারি বন্ধ থাকবে। যদিও অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং, বিল পেমেন্টের মতো পরিষেবা চালিয়ে যাবে ফ্লিপকার্ট। সম্প্রতি অ্যামাজন জানিয়েছে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের অর্ডার নেওয়া হবে। অন্য সব অর্ডার নেওয়া বাতিল করেছে অ্যামাজন। এর পরেই পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে ফ্লিপকার্ট। যত শীঘ্র সম্ভব পরিষেবা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও আগামী ২১ দিনে এই পরিষেবা শুরু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ফ্লিপকার্ট পরিষেবা বন্ধ করলেও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ডেলিভারি চালিয়ে যাবে অ্যামাজন।

লক ডাউন থাকবে জম্মু-কাশ্মীরের সরকারি দফতর

শ্রীনগর,২৫ মার্চ (হি. স.) : জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দফতরগুলো বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত সরকারি দপ্তর জম্মু-কাশ্মীরে বন্ধ থাকবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

করোনার বাড়বাড়ন্ত রোধে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে আগামী ২১ দিন পর্যন্ত গোটা দেশে লকডাউন জারি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে বুধবার কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরের পরিকল্পনা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রোহিত কনসাল ট্যুইট করে জানিয়েছেন যে আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দফতরগুলি বাদে বাকি সমস্ত সরকারি দপ্তর বন্ধ থাকবে। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনায় গোটা দেশে ৫৫০ বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি ভূস্বর্গ - এও আক্রান্তের সংখ্যা একাধিক। এমন পরিস্থিতিতে আগামী ২১ দিন লকডাউন থাকবে গোটা দেশ।

করোনায় আরও একজনের মৃত্যু বাংলাদেশে, নতুন কেউ সংক্রমিত হয়নি

ঢাকা, ২৫ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও একজন। তবে, স্বস্তির বিষয় হল- গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কারও শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মেলেনি। আরও একজনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৫। বাংলাদেশে বুধবার দুপুর পর্যন্ত মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৯ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ জন।

বুধবার দুপুর বারোটায় ঢাকার মহাখালীতে আইইডিসিআর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা জানিয়েছেন, নতুন করে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে বাংলাদেশে। তার বয়স ৬৫ বছর। তিনি একজন বিদেশফেরত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। ১৮ মার্চ কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্ত হয় তার। তিনি প্রথমে এলাকার একটি হাসপাতালে আইসিইউতে ছিলেন। পরে আমাদের মাধ্যমে তাঁর চিকিৎসা হয়।

গুজরাটে করোনায় আক্রান্ত আরও ৩ জন, সংক্রমিত বেড়ে ৩৮

আহমেদাবাদ, ২৫ মার্চ (হি.স.): গুজরাটে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন আরও ৩ জন। বুধবার সকাল দশটা পর্যন্ত গুজরাটে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮। প্রত্যেককেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।